বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব স্পীকার,

আপনার সদয় অনুমতি নিয়ে এই মহান সংসদের বিবেচনার জন্য ২০০২-০৩ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করার সুযোগকে আমি একটি দুর্লভ সম্মান হিসাবে বিবেচনা করছি। এর কারণ দুটি। প্রথমত, ১০ অক্টোবর, ২০০১ তারিখে বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর এই স্বল্প সময়ে দেশনেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে এবং তাঁর সক্রিয় এবং মূল্যবান দিক নির্দেশনায় সুষ্ঠু, বাস্তবসম্মত এবং যুগোপযোগী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে জাতির জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি পুন:প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। দ্বিতীয়ত, এ বছরের বাজেট নিয়ে নয় বার এই মহান সংসদে বাজেট পেশ করার বিরল সুযোগ আমি পেয়েছি।

জনাব স্পীকার,

২। আজকের এই গৌরবময় মুহূর্তে আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে। তিনি ছিলেন স্বাধীনতাযুদ্ধের নিবেদিতপ্রাণ বীর মুক্তিযোদ্ধা, বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের দূরদর্শী প্রবক্তা এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবর্তক। এই মহান নেতা অত্যন্ত নির্মমভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে শাহাদাত বরণের দিন পর্যন্ত অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য। তিনি সূচনা করেছিলেন বহুবিধ উদ্ভাবনীমূলক পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম, জনগণকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন অর্থনৈতিক মুক্তির, মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার। তাঁর আদর্শ, চিন্তা, চেতনা এবং নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নানা ষড়যন্ত্র এবং বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে অবিচল থেকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব, সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে এই অঙ্গীকারের প্রমাণ রেখেছেন এবং জনগণের অকুন্ঠ আস্থা অর্জন করেছেন। আমরা আশা করি আমাদের আগামী বছরের বাজেট হবে এই অঙ্গীকারের সপক্ষে আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জনাব স্পীকার,

৩। বর্তমান সরকারকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ বহুবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার নেতিবাচক প্রভাব আমাদের অর্থনীতিতেও সম্প্রসারিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের নিকট থেকে একটি অত্যন্ত নাজুক ও ভারসাম্যহীন অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আমরা পেয়েছিলাম। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে বিএনপি সরকার কর্তৃক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছিল তা পরবর্তীতে নব্বই দশকের শেষার্ধে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা, সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দারিদ্র নিরসনের গতি ব্যাহত হয় এবং সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আশংকাজনক নৈরাজ্য। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত একটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক হবে। উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে “ Much of the sustained economic progress made during the 1990s can be attributed to the wide-ranging reforms introduced in the early 90s by the BNP government to remove the plethora of controls on economic activities and establish the private sector as the engine of growth....Under growing political pressure, however, the pace of reforms began slowing towards the middle of the 1990s...Most observers believe that economic growth and poverty reduction could accelerate if the country were to undertake significant structural reforms in the areas of governance, state owned enterprises, financial sector and infrastructure" (নব্বই দশকে যে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আতিশয্য দূর করা এবং বেসরকারি খাতকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ দশকের শুরুতে বিএনপি সরকার কর্তৃক সূচিত ব্যাপক সংস্কারের ফল। ....ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চাপে নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে (আওয়ামী লীগ শাসনামলের প্রারম্ভ থেকে) এসে সংস্কারের গতি শ্লথ হতে শুরু করে।... অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন যে, শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক খাত ও অবকাঠামোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণে সমর্থ হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসন ত্বরান্বিত হত)।

জনাব স্পীকার,

৪। ২০০১-০২ অর্থ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত শেষ বাজেট এবং তাদের অনুসৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নীতিতে ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে আমরা সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুন:প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলাম। সমগ্র বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি। বর্তমান বছরের চ্যালেঞ্জ ছিল এই সাফল্যকে সুসংহত ও সম্প্রসারিত করা, এই ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি টেকসই ও যুগোপযোগী মধ্যবর্তী উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হয়েছি। এ ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য দেশে ও বিদেশে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই স্বল্প সময়ে সরকারের সাফল্য সম্পর্কে সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত উন্নয়ন ফোরামের সভা শেষে প্রকাশিত তথ্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয় “Participants of the Bangladesh Development Forum commended Bangladesh's recent progress in achieving macroeconomic stability, reviving important reforms and preparing a sound poverty reduction strategy. There was broad agreement that reforms introduced during the past eighteen months had resulted in a strong economy and had established a solid foundation for accelerating growth and poverty reduction".(বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামে অংশগ্রহণকারীগণ সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারসমূহ পুনরায় চালু করা এবং একটি ভাল দারিদ্র নিরসন কৌশল প্রণয়নে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন। এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বিগত আঠার মাস সময়ে সূচিত সংস্কারের ফলে অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনের একটি মজবুত ভিত্তি রচিত হয়েছে)।

৫। এ প্রসংগে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এক পত্রে জানিয়েছেন "The Government is to be commended on its efforts since taking office toward stabilizing the economic situation, establishing sound fiscal and monetary policies and reviving structural reforms....IMF will do all it can to support Banglaldesh's effort to move onto a path of higher sustainable growth with faster poverty reduction." (সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর

থেকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, সুষ্ঠু আর্থিক ও মুদ্রানীতি প্রতিষ্ঠা ও কাঠামোগত সংস্কার পুনরায় চালু করার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য প্রশংসা পেতে পারে। উচ্চতর টেকসই প্রবৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় আইএমএফ যতদূর সম্ভব সহায়তা প্রদান করবে)।

জনাব স্পীকার,

৬। আপনার মাধ্যমে আমি মহান সংসদের সদয় অবগতির জন্য পুনর্ব্যক্ত করতে চাই যে, বিএনপি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি, দারিদ্র নিরসন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য সংস্কার কার্যক্রমে বিশ্বাস করে। আমাদের অনুসৃত সংস্কার ও উন্নয়নের ধারা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অব্যাহত রাখা হলে দেশ সমৃদ্ধির পথে আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে সক্ষম হত। বলাবাহুল্য, সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হলে তা পুন:প্রতিষ্ঠা করা অনেক কষ্টসাধ্য। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনে জনগণের বিপুল ও অবিস্মরণীয় ম্যান্ডেটের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বর্তমান জোট সরকার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জনগণের অকুণ্ঠ আস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে জাতির জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত সৃষ্টির লক্ষ্যে সার্বিক সংস্কার কর্মসূচি পুন:প্রতিষ্ঠা করেছে।

উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসন কৌশল

জনাব স্পীকার,

৭। আমি মহান সংসদের সদয় অবগতির জন্য জানাতে চাই যে, আমরা দেশের বিভিন্ন পেশার এবং সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিদেরকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে প্রণয়ন করেছি একটি তিন বছর মেয়াদি ‘‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন’’ পরিকল্পনা। আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে, আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং আমাদের ভবিষ্যত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা নিজেরাই এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। এতে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের আশা-আকাঙ্খা, ব্যক্ত করা হয়েছে কী কৌশল অবলম্বন করে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করব। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত Millenium Development Goal এ সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনের যে অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে এবং বিএনপি’র নির্বাচনী ইশতেহারে যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে তারই আলোকে আমরা তৈরী করেছি আমাদের তিন বছর মেয়াদি ভবিষ্যত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা

বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত করা হচ্ছে তিন বছর মেয়াদি আবর্তক বিনিয়োগ কর্মসূচি। Millenium Development Goal এর মূল বিষয়গুলো হচ্ছে:

(১) ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকে হ্রাস করা;

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগের বৈষম্য দূর করা;

(৩) সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;

(৪) শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃমৃত্যুর হার, এবং অপুষ্টির হার যথাক্রমে ৬৫ শতাংশ, ৭৫ শতাংশ এবং ৫০ শতাংশ হ্রাস করা।

৮। এ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা যে নীতি অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন করব তা হচ্ছে:

(১) দারিদ্র নিরসনে সহায়ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(২) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান সহায়ক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যবস্থা এবং সুযোগকে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কাছে সহজলভ্য করা;

(৩) নারীর অগ্রগতি নিশ্চিত করা এবং নারী পুরুষের বৈষম্য হ্রাস করা;

(৪) লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৫) সর্বক্ষেত্রে সুশাসন এবং অংশীদারিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা।

জনাব স্পীকার,

৯। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদি সমন্বিত সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো আমরা প্রণয়ন করেছি। সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আগামী অর্থ বছরে ৫.৫ শতাংশ এবং ২০০৫-০৬ সাল নাগাদ ন্যূনতম ৬.৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে এবং মূল্যস্ফীতি ৪ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়/জিডিপি অনুপাত বর্তমান বছরের ১৪.৫ শতাংশ থেকে ২০০৫-০৬ সালে ১৬.৪ শতাংশে উন্নীত করা হবে। ক্রমান্বয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে রাজস্ব/জিডিপির অনুপাত বর্তমান বছরে অর্জিত ১০.৪ শতাংশ থেকে ২০০৫-০৬ সালে ১২ শতাংশে উন্নীত করা হবে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৬ শতাংশ অতিক্রম করে এবং এর ফলে সৃষ্টি হয় সমষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা। বর্তমান সরকারের মূলনীতি হচ্ছে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রেখে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন। তাই সরকারের বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র নিরসনমূলক কর্মসূচীতে বরাদ্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হবে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বেসরকারি খাতের অগ্রণী ভূমিকা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। এই তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনার প্রথম বছর হবে ২০০৩-০৪ অর্থ বছর। তাই ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেট এই মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

১০। আমাদের বন্ধুপ্রতিম উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং দেশসমূহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দারিদ্র নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। আমি মহান সংসদকে আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে প্রণীত এই তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং দেশসমূহ আমাদের সঙ্গে অধিকতর সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেছে। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামে তাঁরা উল্লেখ করেছেন "The Government's poverty reduction strategy was a sound basis for enhanced future cooperation between the Government and the Development Partners" (সরকারের দারিদ্র নিরসন কৌশল উন্নয়ন সহযোগীগণ এবং সরকারের মধ্যে ভবিষ্যতে বর্ধিত সহযোগিতার দৃঢ় ভিত্তি হবে)। আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচি যতটুকু সম্ভব নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে বর্ধিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য দ্রুত অর্জনের জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশসমূহের অধিকতর সহায়তা যথেষ্ট সহায়ক হবে।

Aর্থনীতির সাম্প্রতিক ধারা

জনাব ¯úxKvi,

১১। Awg GLb 2002-03 A_ eQ‡ii evsjv‡`‡ki A_bwZi †gŠj wfwËmgn (Fundamentals) m¤ú‡K Av‡jvKcvZ Ki‡Z PvB| MZ A_ eQ‡i RvZxq Drcv`b ew× †c‡qwQj 4.4 kZvsk| PjwZ A_ eQ‡i G nvi cvq GK kZvsk ew×

†c‡q `vov‡e 5.3 kZvs‡k| KwI‡Z cew× NU‡e 4 kZvsk Ges wk‡í 6.6 kZvsk| gj¨ùwZ‡K w¯wZkxj ivLv, e¨w³Lv‡Z wewb‡qvM Ae¨nZ ivLv Ges evsjv‡`k e¨vs‡Ki bxU ˆe‡`wkK m¤ú` ew×i j‡¶¨ miKvi w¯wZkxj g`v bxwZ AbmiY Ki‡Q| চলতি অর্থ বছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপি’র ৪.২ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকবে।

12। miKvi KZK h_vh_ ivR¯bxwZ, g`vbxwZ I A_%bwZK Dbqb bxwZ Mn‡Yi d‡j MZ A_ eQ‡ii FYvZ¥K cew× KwU‡q D‡V gvP chš— ißvbx ew× ‡c‡q‡Q 4.4 kZvsk| cevmx‡`i †cwiZ বৈদেশিক মুদ্রা ew× †c‡q‡Q Gwcj chš— 24 kZvsk| d‡j ewYwR¨K fvimv‡g¨ PjwZ wnmv‡e (Current Account) Rvbqwi chš— DØË n‡q‡Q 66 †KwU gwKb Wjvi Ges mwweK †jb‡`b fvimv‡g¨ (Overall Balance) DØË `wo‡q‡Q 8 †KwU gwKb Wjvi| পক্ষান্তরে, আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ A_ eQ‡i PjwZ wnmv‡e NvUwZ wQj 86 †KwU gwKb Wjvi| আমাদের ev¯em¤§Z Av_ ব্যবস্থাপনা নীতির d‡j PjwZ A_ eQ‡ii †g gv‡m ˆe‡`wkK wiRv‡fi cwigvY 200 †KwU gwKb Wjvi Qwo‡q hvq hv আমাদের ক্ষমতা গ্রহণের সময় wQj gvÎ 100 †KwU gwKb Wjvi|

জনাব স্পীকার,

১৩। পূর্ববর্তী মেয়াদে বিএনপি সরকারের অর্থনৈতিক উদারীকরণের অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে টাকার বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আমরা অনেকটা নমনীয় (Flexible) করেছিলাম। বহি:খাতকে (External Sector) আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে আমরা গত ৩১শে মে, ২০০৩ থেকে বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার পদ্ধতি চালু করেছি। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। আমি আনন্দের সাথে মহান সংসদকে জানাতে চাই যে, বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার প্রবর্তন করার পর টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল রয়েছে যা আমাদের সমষ্টিক অর্থনীতির দৃঢ় ভিত্তি এবং ভারসাম্যতার প্রমাণ বহন করে।

২০০২-০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট

জনাব স্পীকার,

১৪। আমি এখন ২০০২-০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৩৩০৮৪ কোটি টাকা। জাতীয় রাজস্ব

বোর্ডের আওতাভুক্ত কর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি আদায় হওয়া সত্ত্বেও কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ে কিছুটা ঘাটতির কারণে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩১১২০ কোটি টাকায় পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটে রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৩৯৭২ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫৩০৭ কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি, বিভিন্ন বকেয়া পরিশোধ, মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি, শিক্ষা খাত এবং ভিজিএফ সহ বিভিন্ন ত্রাণ কার্যক্রমের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং আবর্তক ব্যয় প্রকৃতির কিছু প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্তি-ইত্যাদি কারণে সংশোধিত বাজেটে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে অনেক ধরনের আবর্তক ব্যয় যেমন, ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি, গবেষণা কর্মসূচি ইত্যাদি উন্নয়ন বাজেটের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভবিষ্যতে এ সকল কর্মসূচির ব্যয় রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

জনাব স্পীকার,

১৫। আমাদের সরকার আর্থিক শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতায় বিশ্বাসী। তাই আর্থিক কোন দায়িত্বহীন কর্মকান্ড দ্বারা ভবিষ্যত সরকারের উপর লাগামহীন আর্থিক দায় চাপিয়ে দেয়া নীতি বহির্ভূত বলে আমরা মনে করি। অথচ, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, দায়িত্বহীন ও বিশৃঙ্খল আর্থিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিগত সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ভূমি উন্নয়ন কর, পানি ও পৌরকর বাবদ প্রচুর বিল বকেয়া রেখে যায়। তা ছাড়া, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বিল, সরকারি খামারসমূহের পশু খাদ্য, কয়েদিদের খোরাকি বিল, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বকেয়া বেতন ভাতা-ইত্যাদি বাবদও বিগত সরকারের আমলের প্রচুর অর্থ বকেয়া ছিল। আর্থিক শৃঙ্খলা পুন:প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্রমপুঞ্জীভূত এ সকল বকেয়া পরিশোধের জন্য চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা সংস্থান করতে হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

১৬। সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন এবং রাজস্ব সংস্কার কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বিবেচনায় রেখে ২০০২-০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথমবারের মত বর্তমান সরকার কর্তৃক বাজেটের মধ্যবর্তী পর্যালোচনা করা হয় এবং এ পর্যালোচনার ফলাফল ২০০২-০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে প্রতিফলিত করা হয়েছে। মধ্যবর্তী পর্যালোচনার ভিত্তিতে চলতি অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির

অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ যাচাই বাছাই করে কম গুরুত্বপূর্ণ অথবা দারিদ্র নিরসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়- এমন বেশ কিছু প্রকল্প বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার হ্রাস পেয়ে সংশোধিত বাজেটে ১৭১০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

২০০৩-০৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

জনাব স্পীকার,

১৭। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৬১৭১ কোটি টাকা। আগামী অর্থ বছরে রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৬.২ শতাংশ বেশী প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৮৯৬৯ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় আগামী অর্থ বছরে প্রাক্কলিত রাজস্ব ব্যয় প্রায় ১৪.৫ শতাংশ বেশী। সরকারি অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতাসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি-বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে মহার্ঘ ভাতা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান, ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ৪০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন এবং আবর্তক ব্যয় প্রকৃতির কতিপয় প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প উন্নয়ন বাজেটের পরিবর্তে অনুন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্তি- ইত্যাদি আগামী অর্থ বছরে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ। মূলত রাজস্ব বাজেটে প্রস্তাবিত ১৪.৫ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধির মধ্যে প্রায় ৭ শতাংশ হচ্ছে এই সকল কর্মসূচির কারণে।

জনাব স্পীকার,

১৮। আগামী অর্থ বছরের জন্য ২০৩০০ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব করছি। সরকার কর্তৃক প্রণীত তিন বছর মেয়াদি ‘‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন’’ পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র নিরসন সহায়ক কর্মসূচিসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কোন অননুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে অননুমোদিত প্রকল্প হিসাবে বর্তমানে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেসকল প্রকল্প তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে সেগুলো অনুমোদিত হওয়ার পর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আগামী অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এজাতীয় প্রকল্পসমূহের জন্য খাতওয়ারি থোক

অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ৪৯ শতাংশ নিজস্ব সম্পদ থেকে যোগান দেয়া হবে এবং ৫১ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য সূত্রে পাওয়া যাবে। রাজস্ব ব্যয়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত উন্নয়ন ব্যয়, নীট মূলধন ব্যয় এবং খাদ্য বাজেটের নীট ব্যয় নিয়ে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে সর্বসাকুল্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৫১৯৮০ কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় প্রায় ১৮.৪ শতাংশ বেশী। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগ এবং অনুন্নয়ন বাজেটের এক তৃতীয়াংশের অধিক বরাদ্দ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমসমূহের জন্য ব্যয়িত হবে। আগামী অর্থ বছরের বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৪.৮ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা:

জনাব স্পীকার,

১৯। আমরা শিক্ষাকে মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করি। তাই আমাদের সরকারের অন্যান্য বছরের বাজেটের মত আগামী অর্থ বছরের বাজেটেও শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে শিক্ষা খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে মোট ৬৭৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা বর্তমান বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২৩৬ কোটি টাকা বেশী এবং সর্বমোট রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ১৪ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা খাত বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাবে।

জনাব স্পীকার,

২০। আমরা প্রথম ১৯৯৩ সাল থেকে দেশের সকল এলাকায় অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করি এবং ঐ বছরই শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি চালু করি যা দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিগত সরকারের দলীয়করণ সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির আওতায় খাদ্য বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম দেখা দেয়। এই অনিয়ম দূর করার লক্ষ্যে আমরা শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির পরিবর্তে সারাদেশ ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে উপবৃত্তি প্রদানের যুগান্তকারী কর্মসূচি চালু করেছি। বর্তমান অর্থ বছরে এই কর্মসূচির জন্য প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং ৫২ লক্ষ দরিদ্র পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে। Millenium Development Goal অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি ভবিষ্যতে যত দিন প্রয়োজন অব্যাহত

রাখা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তির অর্থ উত্তোলনের ক্ষমতা মাতাকে প্রদানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি বর্তমান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে।

জনাব স্পীকার,

২১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬০ শতাংশ শিক্ষক পদে মহিলাদের নিয়োগের সিদ্ধান্তও নব্বই দশকের শুরুতে আমরাই গ্রহণ করেছিলাম। যার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে মহিলাদের হার ইতোমধ্যে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার লক্ষ্যে সম্প্রতি রাজস্ব খাতে ২৩০৬ জন প্রধান শিক্ষক এবং প্রায় ১৫,৫০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এ ছাড়া উন্নয়ন খাতে আরো প্রায় ৫,৫০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে ২ ও ৩ শিক্ষক বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যলয়গুলোর জন্য নবসৃষ্ট ৪০১৭ টি সহকারী শিক্ষক পদ শীঘ্রই পূরণ করা হবে।

২২। দলীয়করণ ও দুর্নীতির কারণে বিগত সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সময় মত পাঠ্য বই তুলে দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। আমরা সকল অনিয়ম দূর করে যথা সময়ে পাঠ্য বই সরবরাহ নিশ্চিত করেছি। চলতি শিক্ষা বর্ষের ১লা জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়েছেন।

২৩। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে আমাদের সুদৃঢ় অঙ্গীকারের কারণে উন্নয়ন সহযোগীগণও এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে অকুণ্ঠ সহায়তা প্রদানে এগিয়ে এসেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে Programme Approach ভিত্তিক ছয় বছর মেয়াদি একটি নতুন কর্মসূচি গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ১১টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এই কর্মসূচির জন্য ৬১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এই কর্মসূচিতে আমাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে ১২৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ যোগান দেয়া হবে।

জনাব স্পীকার,

২৪। বিগত সরকারের আমলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্বিচারে অনেক বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানের এক জন শিক্ষার্থীও পাবলিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারছে না। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০০2 সালে

এসএসসি/এইচএসসিসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় মোট ১৩৯৪টি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশের হার ছিল শূন্য। অথচ এই ১৩৯৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাবদ সরকারের বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ৬৮ কোটি টাকার উপর। জনগণের করের অর্থ অপচয়ের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই অবস্থার নিরসন করে শিক্ষা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার সকল স্তরের মানোন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পাঠ্যসূচির সংস্কার ও অধিক হারে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। একটি শিক্ষা প্রশিক্ষণ কর্তৃপক্ষ গঠন, পৃথক পাঠ্যক্রম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তিনটি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যলয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কম্পিউটার শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

জনাব স্পীকার,

২৫। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে নারীদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের আমলে প্রবর্তিত ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ ও সকল ছাত্রীকে বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। মেয়েদেরকে বই কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে পরীক্ষার ফি প্রদানের জন্য অর্থ সাহায্য দেয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ‘এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন’ স্থাপিত হতে চলেছে।

২৬। এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা প্রদানের জন্য পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের আমলে ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত তহবিলে ২৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু বিগত আওয়ামী লীগ সরকার এ তহবিলে কোন অর্থ প্রদান করেনি। উক্ত তহবিল ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে ৪০ কোটি টাকা এবং আগামী অর্থ বছরে অবশিষ্ট অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্বাস্থ্য:

জনাব স্পীকার,

২৭। স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও জনসংখ্যা খাতের বিভিন্ন সূচক যথা- প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস, টিবি ও এইডসসহ অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্থ ও সবল জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে তাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সার্বিক দারিদ্র বিমোচন কর্মকাণ্ডকে বেগবান করা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য।

২৮। বিগত সরকারের আমলে গৃহীত পাঁচ বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি এ বছরের ৩০ জুন সমাপ্ত হবে। মূলত অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে এই কর্মসূচি থেকে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায়নি। তাই এই কর্মসূচি যথাযথভাবে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে এইচপিএসপি কর্মসূচির মূল্যায়ন করে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতা, সেবা প্রদানকারী, পেশাজীবী সংগঠন, সিভিল সোসাইটির সদস্য, জনপ্রতিনিধি, দাতা সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে ৩ বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (এইচএনপিএসপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে উন্নয়ন সহযোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার তাঁদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে। এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন ২০০৩ সালের ১লা জুলাই হতে শুরু হবে। জনগণের অপুষ্টি সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ৬৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গৃহীত 'জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট জটিলতার অবসান করে আমরা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে শুরু করেছি। স্বাস্থ্য খাতের সকল শূন্য পদ দ্রুততার সাথে পর্যায়ক্রমে পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫২৭ জন চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আরো ১৭৩৩ জন চিকিৎসক শীঘ্রই নিয়োগ দেয়া হবে। এছাড়া ১৫০০ নার্স, ৩০০০ স্বাস্থ্য সহকারী ও ৬৩২টি মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্ট পদ পূরণের প্রক্রিয়া চলছে।

২৯। আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শয্যা বৃদ্ধি করেছি এবং রোগীদের সুবিধার্থে ১৭৩টি এ্যাম্বুলেন্স সহ বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করেছি। বগুড়ায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ৬০০ শয্যা বিশিষ্ট দ্বিতীয় ইউনিট নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতাল সমূহের জন্য সরকারী অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে আগামী ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ৫৫.০০ কোটি টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। স্বাস্থ্য খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২০০২-০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ২৭৯৭ কোটি টাকা এবং ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটে ২৯২২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসন

কৃষি:

জনাব স্পীকার,

৩০। সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনে কৃষির গুরুত্ব বিবেচনায় বর্তমান সরকার কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরার বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফসল বৈচিত্রকরণ (Crop Diversification), কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং কৃষিকে জীবনধারণ পর্যায় (Subsistence level) থেকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে (Commercial level) উন্নীত করার জন্য বর্তমান জোট সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, দেশের উত্তরাঞ্চলে বরেন্দ্রভূমির উন্নয়নে ১৯৯২ সন থেকে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সমন্বিত এলাকা উন্নয়নমূলক কার্যাদি বাস্তবায়ন করছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের প্রকল্পসমূহ একীভূতকরণের সিদ্ধান্তের ফলে এ এলাকা উন্নয়নের যে গতিধারা আমরা সৃষ্টি করেছিলাম তা বিঘ্নিত হয়। আমরা নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাসহ বরেন্দ্র এলাকার সমন্বিত উন্নয়নের নবদিগন্ত সূচনা করেছি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ৭৫৭ কোটি টাকা এবং আগামী ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ৯৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩১। বিগত সরকার কর্তৃক প্রণীত শেষ বাজেট অর্থাৎ ২০০১-০২ অর্থ বছরের বাজেটে **কৃষি ভর্তুকি** বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মাত্র **১০০** কোটি টাকা। আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছি। কৃষি খাতে ভর্তুকি কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরে এ বাবদ বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এ ছাড়াও কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩২। একটি সুষম ও সমন্বিত নীতির ভিত্তিতে দেশের পানি সম্পদের সর্বোত্তম ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ:

জনাব স্পীকার,

৩৩। বিএনপি সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে এ দেশে এক নীরব বিপ্লবের সূচনা হয়। বর্তমানে দেশে যে অসংখ্য হাঁস- মুরগি খামার, দুগ্ধ খামার, গরু-ছাগল পালন খামার, মৎস খামার এবং হ্যাচারি দেখা যায় তা মূলত আমাদের প্রচেষ্টারই ফসল। এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের পূর্ববর্তী মেয়াদে দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদানের ফলে দুধের উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায় এবং গুড়ো দুধের আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। একই ধরণের সহায়তা আমরা ভবিষ্যতেও প্রদান করব। মৎস্য ও পশুপালন খাতের অন্যান্য উপ খাতের উন্নয়নের জন্যও আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

সামাজিক নিরাপত্তা:

জনাব স্পীকার,

৩৪। সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণসহ সম্ভব সবকিছু করতে আমরা বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভূক্ত বিভিন্ন কর্মসূচি দ্রুত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অভিপ্রায় সমাজের বয়োবৃদ্ধ, দরিদ্র এবং অসহায় জনগণের প্রতি তাঁর বিশেষ মমত্ববোধের পরিচায়ক। বিগত সরকারের আমলে **বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি**র আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল ১০০ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ১৫ হাজার। ইতোমধ্যে আমরা এই কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ ১২৫ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষে উন্নীত করেছি। আগামী ১লা জুলাই থেকে মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে ১৫০ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০ লক্ষে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির এই সম্প্রসারণের ফলে ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে এ বাবদ মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১০৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

৩৫। বিগত সরকারের আমলে **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি**র আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল ১০০ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ ৮ হাজার। আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির ন্যায়

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ ১০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১২৫ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজারে উন্নীত করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে ১২৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকায় উন্নীত করা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ করে ৫ লক্ষে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে এ বাবদ অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে এবং মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯০ কোটি টাকায়। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচিটি বর্তমানে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচিটি প্রত্যক্ষভাবে নারী কল্যাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আগামী অর্থ বছর হতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৩৬। বর্তমান জোট সরকার এসিড নিক্ষেপের ফলে নির্যাতিতা মহিলাদের দু:খ-কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে **‘‘এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন’’ তহবিল** এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারের সদস্যকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে **‘‘প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা’’ তহবিল** চালু করেছে এবং চলতি অর্থ বছরে এই তহবিলদ্বয়ে যথাক্রমে ১৫ কোটি টাকা এবং ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ‘‘এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন’’ তহবিলে আরো ২৫ কোটি টাকা এবং ‘‘প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা’’ তহবিলে আরো ৫০ কোটি টাকা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

পল্লী উন্নয়ন:

৩৭। চলতি ২০০২-০৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (টিআর), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (কাবিখা), খয়রাতি সাহায্য, ভিজিএফ ও ভিজিডি বাবদ ১১০০ কোটি টাকা মূল্যের ৮ লক্ষ ৭ হাজার মেঃ টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অপচয় রোধসহ সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের আংশিক নগদায়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। খাদ্য শস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা হবে। এ সকল খাতে বরাদ্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হবে।

জনাব স্পীকার,

৩৮। বর্তমান সরকার দেশের পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আগামী ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটে দারিদ্র

নিরসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পল্লী অঞ্চলে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ৪৩৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৭২০ কোটি টাকা বেশী। জাতীয় উন্নয়নে যুব সমাজকে সম্পৃক্তকরণ এবং এদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদেরকে আত্ম কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করছে। গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন, গৃহহীন ও দু:স্থ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য চলতি ২০০২-০৩ অর্থ বছর থেকে আবাসন প্রকল্প কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৬৫ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য বাসস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের প্রায় ৪৪৭ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম:

জনাব স্পীকার,

৩৯। চলমান ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসাবে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল বাবদ মোট ৩৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। রাজস্ব বাজেটে এই প্রথম ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই অর্থের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুকূলে ২০০ কোটি টাকা, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৩০ কোটি টাকা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য ২৫ কোটি টাকা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২৫ কোটি টাকা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১৫ কোটি টাকা প্রদান করা হবে। বেকার যুবক ও যুবমহিলা, ক্ষুদ্র কৃষক, দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা এবং বিত্তহীন মহিলাদেরকে এসব কর্মসুচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া হবে। এ ছাড়াও ছোট ছোট এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিকে আরো বেগবান করার জন্য প্রস্তাবিত একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে সরকার থেকে ৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হবে। দারিদ্র নিরসনে বেসরকারি উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। এক্ষেত্রে তাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান যাতে উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পায় সে উদ্দেশ্যে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

নারী উন্নয়ন:

জনাব স্পীকার,

৪০। নারীসমাজ যাতে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেন এবং সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল যাতে সমানভাবে তাঁদের কাছেও পৌঁছায় আমরা তা

নিশ্চিত করতে চাই। ভিজিডি কর্মসূচি, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি, কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল, শিশু দিবা যত্ন কর্মসূচীসহ নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক সকল কর্মসূচিকে সম্প্রসারিত ও জোরদার করার এবং আরও নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের নারী সমাজকে উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য ঢাকায় একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়েছে। এছাড়াও ৫টি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ভৌত অবকাঠামো

জ্বালানী:

জনাব স্পীকার,

৪১। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানির শতকরা ৭০ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ হয়। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দেশের উত্তোলনযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদের পরিমাণ প্রায় ১৬ টিসিএফ। এছাড়া অনাবিষ্কৃত মজুদের পরিমাণ ৫০ শতাংশ সম্ভাবনার ভিত্তিতে প্রায় ৪২ টিসিএফ। দেশ ও জনগণের স্বার্থে সরকার প্রকৃত মজুদের ভিত্তিতে গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহারকল্পে বাস্তবমুখী কর্মপন্থা গ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে জ্বালানি ও গ্যাস খাতে দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকার বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ২০০৩ পাস করা হয়েছে ।

বিদ্যুৎ:

জনাব স্পীকার,

৪২। বিদ্যুৎকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, বিদ্যমান উৎপাদন ও সঞ্চালন ব্যবস্থার সংস্কার এবং নতুন সঞ্চালন এবং বিতরণ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা অত্যধিক পুঁজি-নির্ভর বিধায় সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে এবং যৌথ উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি খাতে ১৪২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ ২১০ মেগাওয়াট

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট) চলতি বছরের আগষ্ট মাসে চালু হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৩শে এপ্রিল বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কয়লা উত্তোলনের কাজ উদ্বোধন করেছেন । এ কয়লাখনি হতে উত্তোলিত কয়লার সিংহভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন কাজে ব্যয় করা হবে। এ উদ্দেশ্যে বড়পুকুরিয়ায় ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। দেশের সার্বিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ খাতে ২০০৩ - ২০০৪ সালের উন্নয়ন বাজেটে ৪০৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০০২-০৩ অর্থ বছরের মূল বাজেটের তুলনায় ১২১৮ কোটি টাকা বেশী এবং মোট উন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ২০ শতাংশ।

সড়ক:

জনাব স্পীকার,

৪৩। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতার পর সারা দেশে শত শত কিলোমিটার জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ফিডার রোড নির্মিত হয়েছে। এখন নতুন সড়ক/মহা সড়ক নির্মাণের চেয়ে ইতোমধ্যে নির্মিত সড়ক/মহাসড়ক, সেতু ও কালভার্ট সমূহের নিয়মিত মেরামত ও সুষ্ঠু সংরক্ষণের উপর আমাদের বেশী গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। আমরা ইতোমধ্যে সড়ক/মহাসড়ক, - সেতু ও কালভার্টসমূহের সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি রোডফান্ড (Road Fund) গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। BOT ভিত্তিতে সড়ক নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত কাজে অংশ গ্রহণের জন্য বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪৪। পদ্মা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের জন্য সরকার ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জাপানি কারিগরি দল চলতি বছরেই এ সেতু প্রকল্পের বিস্তারিত সমীক্ষার কাজ শুরু করবে। ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মুক্তারপুর সেতু, ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে ২য় শীতলক্ষ্যা সেতু এবং ৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু নির্মাণ করা হবে। চট্টগ্রাম মহানগরীর সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর উপর ৩য় কর্ণফূলী সেতু নির্মাণ করা হবে। দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ - ২০০৪ সালের বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে এ খাতে ৩১৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি ।

রেলওয়ে:

জনাব স্পীকার,

৪৫। বাংলাদেশ রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গোটা দেশব্যাপী বিস্তৃত থাকলেও সাম্প্রতিক বছরসমূহে এ খাতে তেমন কোন বিনিয়োগ হয়নি । ফলে রেলওয়ে লোকোমোটিভ,

ওয়াগন, রেলওয়ে ট্র্যাক ইত্যাদি প্রায় সকল ক্ষেত্রে দৈন্যদশা পরিলক্ষিত হয়। অথচ যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে রেলওয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। রেলওয়ের জন্য নতুন কোচ সংগ্রহ, রেল লাইন সংস্কার, রেল ষ্টেশন সমূহের মেরামত ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকার দেশের অন্যতম প্রধান পরিবহন মাধ্যম বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি কর্পোরেট সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়টিও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। এতে করে রেলওয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্তকরণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গতিশীলতা আসবে। অদূর ভবিষ্যতে রেলওয়ে একটি স্বাবলম্বী, দক্ষ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। যমুনা সেতুর উপর দিয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রাজশাহী-ঢাকা এবং খুলনা-ঢাকা ট্রেন চলাচল চলতি মাসেই চালু হতে যাচ্ছে। এতে দেশের উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের দীর্ঘ দিনের লালিত প্রত্যাশা পূরণ হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ১৩৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি ।

নৌ ও বিমান পরিবহন:

৪৬। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌ -পথের গুরুত্বও অপরিসীম। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মোট মালামালের ৩০ শতাংশ এবং মোট যাত্রীর ১৩ শতাংশ পরিবাহিত হয়ে থাকে। নৌপথসমূহের নাব্যতাবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে নৌপরিবহন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বর্তমান সরকার বিমান চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যেও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ইতোমধ্যে শাহ আমানত বিমান বন্দর থেকে ৩টি বিদেশী এয়ারলাইনস অপারেট করছে।

টেলিযোগাযোগ:

জনাব স্পীকার,

৪৭। বর্তমান সরকার দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করাসহ এ খাতকে আরো অধিক প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর অধীনে ‘‘বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন’’ কাজ শুরু করেছে। রাজধানী ঢাকাসহ বড় শহরগুলোর বর্ধিত টেলিফোন চাহিদা মেটানোর জন্য ৫ লক্ষ ল্যান্ড টেলিফোন সংযোগ প্রদান এবং ১০ লক্ষ মোবাইল টেলিফোন সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে দু’টি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় আছে। বিটিটিবির ইন্টারনেট সার্ভিস ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলা

সদরে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ১১৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

তথ্য প্রযুক্তি:

জনাব স্পীকার,

৪৮। বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তি খাতকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের জন্য ‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা’ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার কম্পিউটার শিক্ষাকে যথাযথ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় একটি করে স্কুল এবং একটি কলেজসহ মোট ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং পাঠ্যসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গাজীপুর জেলায় কালিয়াকৈর এ ২৬৫একর জমির উপর একটি হাইটেক পার্ক স্থাপনের কাজ চলছে।

মেরামত ও সংরক্ষণ:

জনাব স্পীকার,

৪৯। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোসমূহ যেমন, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ভবনাদি, সড়ক ও মহাসড়ক, সেতু প্রভৃতির ব্যবহারোপযোগিতা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে এ সকল অবকাঠামোর নিরবচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি উপেক্ষিত হওয়ায় এ সকল মূল্যবান অবকাঠামোর বিরাট ক্ষতি হয়েছে এবং স্থায়িত্ব হ্রাস পেয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা এ সকল অবকাঠামোর মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটে বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ১৫৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটের তুলনায় ৪৮ শতাংশ বেশী। ভবিষ্যতে আমাদের পরিকল্পনায় এ সকল অবকাঠামোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং এ বাবদ বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করা হবে।

পরিবেশ:

জনাব স্পীকার,

৫০। ভবিষ্যত প্রজন্মসহ আমাদের সকলের সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার কোন বিকল্প নেই। ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের

২০ শতাংশ এলাকা বনায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশগত বিপর্যয় রোধ করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা, বায়ু দূষণের জন্য দায়ী দুই-স্ট্রোক বিশিষ্ট থ্রি-হুইলার যানবাহনের চলাচল ১লা জানুয়ারী ২০০৩ হতে রাজধানীতে নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। যানবাহনে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি সিএনজি ব্যবহারের সুযোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিএনজি স্টেশন স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ দূষণজনিত অপরাধ দ্রুত বিচারকল্পে দেশে প্রথমবারের মত পরিবেশ আদালত গঠন করা হয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য

জনাব স্পীকার,

৫১। রপ্তানি খাতকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে নতুন পাঁচ বছর মেয়াদি রপ্তানি নীতি (২০০২-২০০৭) ঘোষণা করেছে। বর্তমানে সীমিত সংখ্যক রপ্তানি পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আইসিটি সফটওয়্যার পণ্য, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং (অটো পার্টস ও বাইসাইকেলসহ), চামড়াজাত পণ্য ও উচ্চ মূল্যের তৈরী পোষাককে রপ্তানি নীতিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং নানাবিধ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এই পণ্যসমূহের রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। সার্বিক রপ্তানি বাণিজ্য জোরদার করার লক্ষ্যে কয়েকটি বৈদেশিক মিশনের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক শাখাসমূহের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সিডনি, প্যারিস, বার্লিন ও লস এঞ্জেলেস এ নতুন বাণিজ্যিক শাখা খোলা হয়েছে।

৫২। ২০০৫ সালের শুরু থেকে কোটা ব্যবস্থা রহিত হওয়ার পর দেশের তৈরি পোষাক রপ্তানি তথা এই খাতে কর্মসংস্থানের উপর কী রূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইতোমধ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিশ্ববাজারে রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্প তাদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করি।

জনাব স্পীকার,

৫৩। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসী বাংলাদেশীগণ যাতে সহজে ব্যাংকিং চ্যানেলে তাঁদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে

প্রেরণ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদেশে বাংলাদেশী ব্যাংক/এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা সহ বিভিন্ন incentive প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে গত বছর প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫০ কোটি মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বেশী। বর্তমান বছরে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স ৩০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করি। প্রবাসী জনগণের কল্যাণার্থে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে প্রবাসীদের জন্য গৃহায়ন কমপ্লেক্স এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গমনেচ্ছুদেরকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আইটি সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী নির্বাচন, বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা নির্বিঘ্নে দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদনে সহায়তা প্রদান, বিদেশে যাওয়া-আসার সময় ঢাকায় নিরাপদে অবস্থানের জন্য হোস্টেল কমপ্লেক্স স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জন প্রশাসন, নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা

জনাব স্পীকার,

৫৪। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনী অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশরক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, আইন শৃঙ্খলা উন্নয়ন ও জাতীয় নির্বাচনে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার মাধ্যমে জনগণের সেবা করছে। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে সাফল্যের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। বর্তমান সরকার প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এ উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ৩৯৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বেতন-ভাতা এবং যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ সম্ভাব্য প্রাপ্তি ৪৫৭ কোটি টাকা কর্তনের পর সরকারের নীট প্রতিরক্ষা ব্যয় দাড়াবে ৩৫৩৮ কোটি টাকা।

জনাব স্পীকার,

৫৫। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে গত অক্টোবর মাস থেকে ৩ মাসব্যাপী প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য, পুলিশ, বিডিআর ও আনসার সমন্বয়ে যৌথ অভিযান অপারেশন ক্লিন হার্ট পরিচালনা করা হয়। দেশের আপামর

জনগণ কর্তৃক এ অভিযান বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং সন্ত্রাস নির্মূলে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর অবিচল অঙ্গীকারের প্রতি জনগণের আস্থা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধের মামলা দ্রুত বিচারের জন্য দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া চাঞ্চল্যকর ও গুরুতর মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মনিটরিং সেল গঠন করে মামলাগুলোর অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। দ্রুত বিচার আইনের আওতায় স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি নৃশংস হত্যা মামলার বিচার ও অপরাধীদের কঠোর সাজা হওয়ায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৫৬। অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনীকে আরো কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন ভাতা এবং পারিবারিক রেশনভোগীর সংখ্যা ইতোমধ্যে বৃদ্ধি করা হয়েছে । এ বছর একটি আর্মড ব্যাটালিয়নসহ পুলিশ বাহিনীতে ৫৮১৩টি নূতন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পুলিশ সদস্যগণকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের জন্য অধিকসংখ্যক যানবাহন ক্রয় ও আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রাইফেলস এর দুইটি নতুন ব্যাটালিয়ন সৃষ্টি করা হয়েছে। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং কোষ্ট গার্ডের জন্য নতুন জলযান ক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেট হতে ১২২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ১৭৯১ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের মহল্লাদার ও দফাদারদের মাসিক বেতনের সরকারি অংশ যথাক্রমে ৩৫০ টাকা ও ৫০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৫০০ টাকা ও ৭০০ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৫৭। চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শতবর্ষের পুরাতন বিচার ব্যবস্থায় যুগোপযোগী সংস্কার সাধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা এড়ানোর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পাইলট প্রোগ্রামের আওতায় পারিবারিক আদালতসমূহে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পারিবারিক, বাণিজ্যিক ও দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি চালু করা হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রচলিত আইনে সংশোধনী আনা হবে। বিচার বিভাগ থেকে নির্বাহী বিভাগকে পৃথকীকরণের কাজ এগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রপক্ষে ফৌজদারী মামলা পরিচালনায় অধিকতর দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শীঘ্রই

একটি স্থায়ী পাবলিক প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া আদালতের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং আদালত ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির প্রচলনের লক্ষ্যে ২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘‘লিগ্যাল এন্ড জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং’’ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জনাব স্পীকার,

৫৮। দারিদ্র নিরসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অভীষ্ট লক্ষ্য দ্রুত অর্জনের জন্য দেশের বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার করে একটি আধুনিক, সেবাধর্মী এবং জনগণের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল প্রশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আমরা জোরদার করেছি। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ আমরা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছি এবং অবশিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলছে। আমরা সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের বেতনভাতা যুক্তিসঙ্গতভাবে পুন:নির্ধারণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করব। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকায় আপাতত আগামী ১লা জুলাই, ২০০৩ তারিখ হতে সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ১০ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদানের প্রস্তাব করছি। এ বাবদ আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাত

জনাব ¯úxKvi,

59। ivóvqË Lv‡Z miKvix †jvKmvb Kgv‡bvi j‡¶¨ eZgvb miKvi hMvšKvix c`‡¶c MnY K‡i‡Q| djk“wZ‡Z B‡Zvg‡a¨ GB Lv‡Z mwweK †jvKmvb K‡g‡Q 17 kZvsk Ges ivóvqË g¨vb‡dKPwis Lv‡Z 41 kZvsk Ges Avkv Kiv n‡”Q, PjwZ A_ eQ‡i G Lv‡Zi †jvKmvb K‡g G‡m `vov‡e RvZxq Av‡qi 0.4 kZvs‡k hv 1999-2000 A_ eQ‡i wQj RvZxq Av‡qi cvq 1 kZvsk| যে সকল লোকসানি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে পরিশোধ করা হয়েছে। যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে বেসরকারিকরণ বা সংস্কার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হবে সে সকল প্রতিষ্ঠানের ছাটাইকৃত শ্রমিক/কর্মচারীদের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৬০। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পুঞ্জীভূত লোকসান, অব্যবস্থাপনা, আর্থিক সংকট, জনবলের আধিক্য ইত্যাদি সম্পর্কে সম্প্রতি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন তাঁদের অন্তর্বর্তীকালীন

প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ বন শিল্প কর্পোরেশনের অধীন ৩৩০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা বিরাষ্ট্রীয়করণ করা সত্ত্বেও সে অনুপাতে উল্লিখিত কর্পোরেশনসমূহের প্রধান অফিসগুলির আকার এবং জনবল হ্রাস করা হয়নি। এই কর্পোরেশনগুলো কর্তৃক পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধন ক্রমাগত লোকসানের ফলে সম্পূর্ণ নি:শেষিত হয়ে গেছে। চলতি মূলধনের তীব্র সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ব্যাংক ঋণের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এই ৫টি কর্পোরেশনের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০,৫০০ কোটি টাকা। ক্রমবর্ধমান ঋণ এবং বিপুল পরিমাণ পুঞ্জীভূত লোকসানের কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কমিশন রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অলাভজনক বাণিজ্যিক কার্যক্রম দ্রুত সংকুচিত করতে এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সেক্টরওয়ারি কর্পোরেশন অবলুপ্ত করে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা সৃষ্টির সুপারিশ করেছে। কমিশনের প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৌরসভা গঠনের আবশ্যিক শর্ত পূরণ না করে বহু পৌরসভা সৃষ্টি করা হয়েছে। অযৌক্তিকভাবে পৌরসভা সৃষ্টি না করা, সুস্পষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পৌরসভা সৃষ্টি করা এবং সরকারের উপর পৌরসভাসমূহের আর্থিক নির্ভরশীলতা হ্রাস করার লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব সম্পদ আহরণ জোরদার করার জন্য প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশনের এ সকল সুপারিশ গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করে সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আর্থিক খাত ও বেসরকারী বিনিয়োগ

জনাব ¯úxKvi,

61। wekvq‡নi h‡M ce`w× I `wi` নিরসন নিশ্চিত Ki‡Z e¨w³Lv‡Z †`kx I we‡`kx বিনিয়োগ e`w×তে mnvqK Aw_K পরিমণ্ডল সRb Kiv Avek¨K| G j‡¶¨ eZgvb miKvi Ab¨vb¨ KgmfPi mv‡_ mgšq †i‡L e¨vswKs †m±i I Aw_K evRvi Dbq‡bi wbwg‡Ë m`icmvix ms¯'vi KgmfPi mPbv K‡i‡Q| ইতোমধ্যে Ôevsjv‡`k e¨vsK AWvi, 1972Õ (Bangladesh Bank Order, 1972), evsjv‡`k e¨vsKm (b¨vkbvjvB‡Rkb) AWvi, 1972 (Bangladesh Banks (Nationalization) Order, 1972), I Ôe¨vswKs †Kv¤úvনিজ G¨v±, 1991Õ (Banking Companies Act, 1991) এর c‡qvRbxq ms‡kvab Kiv n‡q‡Q| এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি

ব্যাংকিং খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৬২। খেলাপি FY সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে miKvi GKwU D”Pক্ষমতা সম্পন্ন KwgwU MVb K‡iছে| GB KwgwUi mcwi‡ki wfwË‡Z সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী wKQ খেলাপি FY B‡Zvg‡a¨ gIKd I পুন:তফসিলিকরণ Kiv n‡q‡Q| ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ১৯৯০ রহিত করে নতুনভাবে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন ewYwR¨K e¨vsK I Aw_K cwZôv‡bi fwel¨‡Z খেলাপি FY e‡Üi j‡¶¨ evsjv‡`k e¨vsK GBme e¨vsK I Aw_ক cwZôvb cwiPvjbvi wbwg‡Ë mwe‡ePbvcmZ bxwZgvjv (Prudential Guidelines) cYqb K‡i‡Q| A‰ea I bxwZewnfZ আর্থিক †jb‡`b e‡Üi জন্য Ôgwb jÛwis wc‡fbkb G¨v±Õ (Money Laundering Prevention Act) - cYqb Kiv n‡q‡Q এবং GB AvBb‡K KvhKi Kivi j‡¶¨ †ek wKQ Uv¯‡dvm MVb Kiv n‡q‡Q| আর্থিক খাতের এ সকল সংস্কারের ফলে ধীরে ধীরে বিনিয়োগ সুদের হার কমে আসবে, বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পাবে। আমরা বিশ্বাস করি অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ এবং আর্থিক খাতের সংস্কার শিল্পোন্নয়নে দেশী ও বিদেশী বেসরকারি বিনিয়োগকে আরো উৎসাহিত করবে।

৬৩। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালে শেয়ার বাজারে সংঘটিত জঘন্যতম কেলেঙ্কারির ফলে বিনিয়োগকারীগণ শেয়ার বাজারের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন। জোট সরকার কর্তৃক গৃহীত বর্তমানে চলমান প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ফলে শেয়ার লেনদেনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শেয়ার বাজার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। আর্থিক খাতে সরকারের সংস্কার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে তার ইতিবাচক প্রভাব পুঁজি বাজারেও সম্প্রসারিত হবে।

সুশাসন

জনাব স্পীকার,

৬৪। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের তিন বছর মেয়াদি ‘‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন’’ পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বক্ষেত্রে

সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ অপরিহার্য। এ বিশ্বাস আমাদের সকলের; সরকারের, জনগণের, এবং উন্নয়ন সহযোগীদের। এ ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছা আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রমাণ করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেছেন "We have made much progress during the last nineteen months....A number of development and governance problems are yet to be addressed. We have, therefore, to accomplish much more in the days ahead" (গত উনিশ মাসে আমরা অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছি...তবে উন্নয়ন ও শাসনব্যবস্থার আরো কিছু সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। কাজেই সামনের দিনগুলিতে আমাদেরকে আরো অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হবে)। আমাদের তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত সংস্কারের রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

৬৫। সরকার ইতোমধ্যে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সংক্রান্ত আইন সত্বর চূড়ান্ত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি উল্লেখযোগ্য সেক্টরে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সরকারের একক উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। আমরা আশা করি সকল রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে সকল বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী এবং সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ সরকারের উদ্যোগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং দুর্নীতি দমনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসবেন।

উন্নয়নে জনগণের অংশীদারিত্ব

জনাব স্পীকার,

৬৬। ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত তিন বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় সর্বস্তরের জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের প্রাক্কালে আমি মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্যগণ, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী সংগঠন, খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, এনজিও প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন পেশাজীবিদের সঙ্গে ব্যাপক মতবিনিময় করেছি। তাঁদের মূল্যবান মতামত আমি যতদূর সম্ভব প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতিফলিত করেছি এবং ভবিষ্যতেও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ আমাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব।

বাজেট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান মতামত প্রদান করে যাঁরা আমাকে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নে আমাকে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য।

জনাব স্পীকার,

৬৭। আমার বক্তব্যের প্রথম পর্ব শেষ করার পূর্বে আমি এই মহান সংসদকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি আমাদের পবিত্র অঙ্গীকার। আমাদের লক্ষ্য এমন একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করা যার মাধ্যমে আমাদের এই পবিত্র অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় এবং একই সঙ্গে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। এজন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টির এবং যথাযথ সংস্কারের। আমরা এই অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ রেখেছি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তারই আঙ্গিকে এই বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে।

জনাব স্পীকার,
৬৮। অপরিসীম সম্ভাবনাময় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির সুপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার আমাদের ভবিষ্যতকে করবে অতি উজ্জ্বল এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার রয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ বিরল বীরত্ব ও দুর্বার সাহসের প্রমাণ রেখেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধে, দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং দারিদ্রের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে। তাঁদের এই বলিষ্ঠ মনোবল এবং ভাগ্যোন্নয়নের অদম্য প্রচেষ্টা দেশের জন্য অমূল্য সম্পদ। আসুন আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে আমাদের বিশ্বাস, নীতি, পরিকল্পনা এবং প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে এই সম্পদের সদ্বব্যবহার করি। গড়ে তুলি ক্ষুধা, ভয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নমুক্ত বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় পর্ব
রাজস্ব কার্যক্রম

জনাব স্পীকার,

আগেই উল্লেখ করেছি এ মহান জাতীয় সংসদে নবম বারের মত আমি জাতীয় বাজেট পেশ করছি। গত বছরের তুলনায় বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে ১১ই সেপ্টেম্বরের ধকল সামলিয়ে উঠতে না উঠতেই সম্মুখীন হতে হচ্ছে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বৈরী পরিবেশ। গোটা বিশ্ব জুড়ে একের পর এক ঘটে চলেছে হত্যাযজ্ঞ, সন্ত্রাস ও সৃষ্টি হচ্ছে উন্মাদনাময় অস্থির পরিবেশ। ফলশ্রুতিতে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতেও এর প্রভাব কমবেশী অনুভূত হচ্ছে। কয়েকটি উন্নত দেশের শক্তিশালী অর্থনীতিতে ক্রমাগত মন্দাবস্থা এ পরিস্থিতিকে আরো সমস্যাসংকুল করে তুলেছে । সেই সাথে আঘাত হেনেছে মরণ ব্যাধি সার্স (SARS) এবং বিশেষজ্ঞদের মতে এই ব্যাধি ইতোমধ্যেই বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। তাই সার্বিক পরিস্থিতির এ প্রেক্ষাপটে আমাদের মত দেশের জন্য রাজস্ব বাজেট প্রণয়নের কাজ ক্রমান্বয়ে জটিলতর অনুশীলন ও প্রক্রিয়ার রূপ নিচ্ছে। ক্রমহ্রাসমান বৈদেশিক সাহায্যের প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে অতীতের চেয়ে বেশী মাত্রায় অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর নির্ভরতা বাড়াতে হচ্ছে। এ লক্ষ্যে যে সকল পদক্ষেপ আমরা চলতি বাজেটে নিয়েছি সেগুলো ছিল সুচিন্তিত, যুগোপযোগী এবং অর্থবহ। এ সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংকের Periodic Economic Update, June 2002 এ যা বলা হয়েছে তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি –

> "The FY03 budget aims to further broaden the revenue base to consolidate gains in fiscal sustainability. It also takes laudable steps towards a more liberal trade regime."

এ প্রতিবেদনের অন্য অংশে উল্লেখ করা হয়েছে –

> "The revenue - GDP ratio is assumed to increase by 1.1 percent of GDP to 10.8 percent in FY03, reflecting a projected 20 percent growth in total revenues. The government has announced several

> tax and non-tax revenue measures, including strengthening of collection effort which will make a significant contribution to revenue growth; but achieving the target will require concerted effort from the beginning of the fiscal year".

চলতি অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের পর বিশ্ব ব্যাংকের এ সমীক্ষা প্রমাণ করে যে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে আমাদের গৃহীত পদক্ষেপ গুলো কতখানি যৌক্তিক ছিল।

জনাব স্পীকার,

০২। আমাদের সার্বিক অর্থনীতিতে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমগুলোতে যাতে আরো গতিময়তা সঞ্চারিত হয় এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা রাখা সম্ভব হয় সে লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কারের সূচনা করা হয়েছিল। এসব সংস্কার কার্যক্রমগুলোর ধারাবাহিকতা আগামী অর্থ বছরের বাজেটেও প্রতিফলন এবং অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো সুসংহত করার জন্য কিছু কিছু সংশোধনের ও পরিমার্জনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

০৩। আমাদের সময়োপযোগী সাহসী পদক্ষেপের কারণে চলতি অর্থ বছরে আর্থিক অনেক ক্ষেত্রে আমরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। বর্তমান অর্থ বছরের (২০০২-২০০৩) বাজেটে নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রাকে বিরোধীদল সহ কোন কোন মহল একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু আমাদের দক্ষ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার কারণে এ পর্যন্ত আমরা রাজস্ব আদায়ে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছি। ইনশাল্লাহ, এ ধারা অব্যাহত রেখে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবো। উল্লেখ্য বিশ্ব ব্যাংক (WB), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আমাদের রাজস্ব কার্যক্রমের সন্তোষজনক মূল্যায়ন করেছে। এ প্রসংগে ADB এর Quarterly Economic Update, December 2002 এর কিছু মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি –

> "Due to a vigorous revenue mobilization effort, revenue collection during the first six months of

FY 2003 recorded an increase of 22.6% over the corresponding period of FY 2002 and exceeded the target set for the period by 1.8%. In the face of stagnancy in imports and a moderate pick up in domestic economic activity, the continuous surge in revenue collection since September, 2002 has raised optimism of exceeding the ambitious target for revenue collection set for FY 2003."

বিশ্ব ব্যাংক তার Periodic Economic Update, January 2003 এ একই বিষয়ে নিম্নরূপ মতামত প্রকাশ করেছে –

" This encouraging performance has been due to, among others, significant improvement in tax administration as well as growth in tax base due to economic recovery and some of the policy measures introduced in the FY03 Budget ".

আমাদের রাজস্ব কার্যক্রম সম্পর্কে উপরোক্ত দুটো আন্তর্জাতিক সংস্থার এ ধরনের নিরপেক্ষ ইতিবাচক মূল্যায়ন এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে দারুনভাবে সহায়ক হবে বলে মনে করি।

জনাব স্পীকার,

০৪। ২০০২-২০০৩ বাজেটে আয়কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে আয়কর কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাক্ষমতা (discretionary power) বহুলাংশে হ্রাস করা হয়েছে, এনজিওদের বানিজ্যিক আয় করের আওতায় আনা হয়েছে, সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন আয় করযোগ্য করা হয়েছে, আয়কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে জীবন ধারণ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক কার্য দিবসের মধ্যে টি.আই.এন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চলতি বাজেটে কৃষি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সকল প্রকার উৎপাদনমুখী কৃষি কার্যক্রমকে কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে । আগামী বাজেটে এ মেয়াদ আরো সম্প্রসারিত করে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। এছাড়াও, পরিবেশ সংরক্ষণ, agro-based ও agro-processing

industry এবং ক্ষুদ্র শিল্প স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহনের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির উপরও বিশেষ সুবিধা চলতি বাজেটে রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ শুল্ক হার ৩৭.৫ শতাংশ হতে ৩২.৫ শতাংশে হ্রাস এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শুল্ক হার ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২২.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্পূরক শুল্ক হার যৌক্তিক করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে ৩১টি স্তর কমিয়ে মাত্র ৫টি স্তরে তা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং ১২০টি পণ্য শ্রেণীর শত শত আমদানি পণ্য সামগ্রীর উপর থেকে সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। একই সাথে সকল আমদানির উপর আমদানি লাইসেন্স ফি ২.৫ শতাংশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। নয়টি সংকুচিত মূল্যভিত্তি (truncated base) হ্রাস করে তিনটি স্তরে তা নামিয়ে আনা হয়েছে। অডিট ফার্ম নিয়োগ করে কর ফাঁকির প্রবণতা রোধ করা হয়েছে। সার্বিক রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা অব্যাহত আছে। যার ফলে আশা করা যায় চলতি অর্থ বছরের শেষে অর্থাৎ ৩০শে জুনের মধ্যে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা সফলকাম হবো, ইনশাল্লাহ্।

জনাব স্পীকার,

০৫। গণতান্ত্রিক এই জোট সরকার যে কোন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে participatory approach বা অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে। এই মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বছরও বাজেট প্রক্রিয়ায় শীর্ষ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এফ.বি.সি.সি আই ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী সংগঠন, খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজস্ব সংস্কার কমিশন সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের সচেতন মহলের সাথে দীর্ঘদিন ধরে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সম্মানিত অনেক সংসদ সদস্যের সাথেও দুই দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সচিব পর্যায়ে এবং মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ ধরনের আলোচনা পর্বে যে সব মূল্যবান পরামর্শ উত্থাপিত হয়েছিল সে গুলোর অধিকাংশই এ বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে ।

জনাব স্পীকার,

০৬। আমি আমার বক্তৃতার প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ দিন দিন সীমিত হয়ে আসছে। আমাদেরকে তাই অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদের

প্রধান উৎস হচ্ছে - শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর। এখনো শুল্কখাত আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের সবচাইতে বড় উৎস। কিন্তু ২০০5 সালের পর WTO এর শর্ত পরিপালন করার প্রেক্ষিতে এ খাত থেকে প্রত্যাশিত অংকের সম্পদ ক্রমাগত ভাবে হ্রাস পাবে। তাই আমাদের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আমদানি নির্ভর রাজস্বের পরিবর্তে আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের উপর ক্রমান্বয়ে নির্ভরতা বৃদ্ধি করতে হবে। সে লক্ষ্যে এ বাজেটে আয়কর ও ভ্যাট এর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

০৭। আমি এখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবসমূহ মহান সংসদে পেশ করছি।

প্রত্যক্ষ কর
আয়কর

জনাব স্পীকার,

০৮। প্রত্যক্ষ করের উপর অধিক হারে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আয়করই হচ্ছে রাজস্ব আহরণের প্রধান উৎস। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আয়কর ব্যবস্থাপনায় সংস্কার সাধনে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিগত বাজেটে আয়কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি, কর কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাক্ষমতা হ্রাস, কর ভিত্তি সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়কর আইনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর সুফল ইতোমধ্যেই করদাতাগণ পেতে শুরু করেছেন। গত বাজেটে গৃহীত সংস্কারকে সুসংহত করে এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এখন আমি মহান সংসদে আয়কর সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করছি।

জনাব স্পীকার,

০৯। ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা বর্তমানে ৭৫ হাজার টাকা। জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনা করে করমুক্ত আয়ের সীমা ৭৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে স্বল্প আয়ের লোকদের ক্ষেত্রে করভার

হ্রাস পাবে। ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাদের প্রস্তাবিত কর হার **পরিশিষ্ট-'ক'** তে বর্ণিত হলো।

জনাব স্পীকার,

১০। বাজারভিত্তিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে দেশের শিল্পায়নে পুঁজি বাজারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়নে সরকার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পুঁজি বাজারে অধিক সংখ্যক কোম্পানীকে তালিকাভুক্তিতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে লিষ্টেড এবং নন-লিষ্টেড এ দু'শ্রেণীর কোম্পানীর মধ্যে কর হারের পার্থক্য যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। তাই আমি কোম্পানী করহার নিম্নবর্ণিত ভাবে পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছিঃ

(ক) লিষ্টেড কোম্পানীর করহার ৩০% এ অপরিবর্তিত রাখা;
(খ) নন-লিষ্টেড কোম্পানীর করহার ৩৭.৫% এ নির্ধারণ;
(গ) ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করহার ৪৫% এ নির্ধারণ;

তবে কোন লিষ্টেড কোম্পানী যদি ১০% এর কম ডিভিডেন্ড ঘোষণা করে অথবা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিতরণে ব্যর্থ হয় তবে সে কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৩৭.৫% কর হার প্রযোজ্য হবে।

জনাব স্পীকার,

১১। বর্তমান সরকার কৃষি খাতকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে গত বাজেটে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের (agro-processing industry) আয়কে ৩০শে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদি পশুর খামার, হর্টিকালচার ইত্যাদির আয়কেও ৩০শে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতি দেয়া আছে। এ সকল খাতের উদ্যোক্তাদেরকে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখিত অব্যাহতির মেয়াদ ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আসবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে আমি আশা করি।

জনাব স্পীকার,

১২। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরী পোশাক শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সরকার এ খাতে দীর্ঘদিন ধরে অনেক সহায়তা দিয়ে আসছে। উল্লেখ্য, আমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালেও স্ব-উদ্যোগে রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পের উন্নয়নে অনেক সহায়তা দিয়েছি। বিগত বি.এন.পি সরকারের সময়ে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বৎসরে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী হিসেবে এ গার্মেন্টস শিল্পের জন্য ২৫ শতাংশ ক্যাশ সাবসিডির ব্যবস্থা করি। সে সময়ে প্রদত্ত এসব সহায়তা পরবর্তীতে এক্ষেত্রে রপ্তানি বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ইতোমধ্যে এ খাতের রপ্তানিকারকরা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন। আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে কোটাভুক্ত দেশসমূহকে প্রদত্ত কোটার সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। ফলে এ খাতে রপ্তানিকারকরা রপ্তানি বাজারে অতীতের চেয়ে তীব্রতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন বলে আশংকা করা যায়। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমি রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে কোম্পানী আয়করের বিদ্যমান সর্বনিম্ন হার ৩০% থেকে হ্রাস করে ১০% এ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। এই কর সুবিধা ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

জনাব স্পীকার,

১৩। দেশে বস্ত্র খাতে বেশ কিছু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। স্পিনিং থেকে শুরু করে কাপড় (fabrics) উৎপাদন, ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ইত্যাদি কাপড় উৎপাদনের সকল স্তরে নতুন নতুন উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসছেন। পোশাক শিল্পের বিকাশ ও রপ্তানি বাজারে পোশাক শিল্পের অবস্থান স্থিতিশীল রাখার জন্য বস্ত্র শিল্প খাতে দ্রুত Backward linkage গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। বস্ত্র শিল্পের ক্রমাগত বিকাশের জন্য বর্তমান সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আয়কর হার রয়েছে ৩০% এবং ৩৫%। সম্ভাবনাময় বস্ত্র খাতের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার সাথে সংগতি রেখে প্রযোজ্য আয়করের হার হ্রাস করে ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ২০% এ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

১৪। বিগত সরকারের অদূরদর্শী নীতির ফলে ১৯৯৬ সালে পুঁজি বাজারে ধ্বস নেমেছিল যা এখন পর্যন্ত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। পুঁজি বাজারকে আরও গতিশীল

করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ১লা জুলাই, ২০০৩ থেকে ৩০শে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত সময়ে ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে যে কোন অংকের বিনিয়োগকে কর বিভাগ কর্তৃক বিনা ব্যাখ্যায় গ্রহণ করার প্রস্তাব করছি। তবে শেয়ার ক্রয়ের ২ (দুই) বছরের মধ্যে ক্রয়কৃত শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয় করলে এই সুবিধা অনুমোদনযোগ্য হবে না।

জনাব স্পীকার,

১৫। বিদ্যমান আয়কর আইনে শেয়ার হোল্ডাররা যে ডিভিডেন্ড পেয়ে থাকেন তার উপর আয়কর দিতে হয়। শেয়ার হোল্ডারদের প্রাপ্ত ডিভিডেন্ড করমুক্ত থাকলে তারা বিনিয়োগে অধিক উৎসাহিত হবেন বলে আমি মনে করি। এ লক্ষ্যে আমি শেয়ার হোল্ডারদের প্রাপ্ত ডিভিডেন্ড করমুক্ত রেখে ডিভিডেন্ড প্রদানকারী কোম্পানীর উপর ১০% হারে dividend distribution tax আরোপের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

১৬। ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের জন্য স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। বিগত ১৯৯৯ সনে এ ব্যবস্থা যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল তা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে কোন কোন করদাতা জীবনযাত্রার মানের সাথে অসংগতিপূর্ণ এবং নামমাত্র আয় দেখিয়ে কর ফাঁকি দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত বাজেটে এই পদ্ধতি অনেকটা বাস্তবমুখী করার প্রচেষ্টা নেয়া হয় এবং কর ফাঁকি রোধের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। তারই ধারাবাহিকতায় আমি এই পদ্ধতিতে আরও কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করছি। ব্যবসায়ী বা পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১২,০০০/- টাকা এবং কোম্পানীর পরিচালকদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩০,০০০/- টাকা কর পরিশোধ সাপেক্ষে তাঁদের স্ব-নির্ধারণী রিটার্ণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি। অন্যথায় তাদের রিটার্ণ আয়কর আইনের সাধারণ নিয়মে বিবেচনা করা হবে।

জনাব স্পীকার,

১৭। রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে কর ভিত্তি সম্প্রসারণ করা অপরিহার্য। করদাতাদের উপর নতুন করের বোঝা না চাপিয়ে কর ভিত্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করাই আমাদের জোট সরকারের লক্ষ্য। কর ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আয়কর আইনে

বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের বিধান আছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমি নিম্নোক্ত নতুন কয়েকটি ক্ষেত্রে রিটার্ণ দাখিল বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করছিঃ

ক) সিটি কর্পোরেশন, পৌর সভা ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্ত এবং ব্যাংক একাউন্ট আছে এরূপ সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে;

খ) অনুমোদিত পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, উকিল, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট, কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি ইত্যাদি সকল পেশাজীবীর ক্ষেত্রে;

গ) বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং ট্রেড এসোসিয়েশন এর সকল সদস্যের ক্ষেত্রে;

ঘ) জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে;

ঙ) সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঠিকাদার ও সরবরাহকারী হিসেবে টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে।

আয়কর রিটার্ণ দাখিল করা যাদের জন্য বাধ্যতামূলক তাদেরকে আয়কর অধ্যাদেশের ৭৫ ধারা অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে হবে; সময়মত রিটার্ণ দাখিলে ব্যর্থ হলে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জনাব স্পীকার,

১৮। কর ভিত্তি সম্প্রসারণ এবং করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত জানুয়ারী মাস থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কর বিভাগ দেশব্যাপী জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোপূর্বে এত ব্যাপকভিত্তিতে কোন জরিপ কাজ হাতে নেয়া হয়নি। এই জরিপের ফলে ইতোমধ্যেই আশি হাজার নতুন করদাতা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জুন মাস শেষে এ সংখ্যা এক লাখে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। এই জরিপ কার্যক্রম অব্যাহত ভাবে চলতে থাকবে এবং আগামী ২০০৩-০৪ অর্থ বৎসরে এই জরীপের মাধ্যমে আরও কয়েক লক্ষ করদাতাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি।

জনাব স্পীকার,

১৯। উৎসে আয়কর কর্তন কার্যকর ভাবে তদারক করা রাজস্ব আহরণের স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ ব্যাপারে তদারকি ও পরিবীক্ষণ করার জন্য কর বিভাগ কর্তৃক অডিট কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে আইনগত ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২০। দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর অব্যাহতি ভোগ করছে। এগুলোর মধ্যে কোন কোন কল্যাণ সংস্থা ও কল্যাণ ট্রাষ্টের পরিচালনাধীন মুনাফা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত আছে। অথচ একই ধরণের পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত দেশীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিয়মিত কর দিচ্ছে। ফলে কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অব্যাহতি প্রাপ্ত এ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থা প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা ও সুষম কর নীতির পরিপন্থী। তাই বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২১। বিগত ১৯৯০-৯১ সাল থেকে বিভিন্ন ব্যাংক এর ক্ষেত্রে provision for bad debts এর সুযোগ দেয়া হচ্ছে। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালে এ বাবদ মোট বকেয়া ঋণের ৩% খরচ হিসেবে অনুমোদনের বিধান করা হয়েছিল। এই বিধানটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বহাল রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রকৃতপক্ষে এ বিধানটি ক্রমান্বয়ে পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এলক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমি এই হার ৩% থেকে ২% এ হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২২। শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করার জন্য আয়কর আইনে কর অবকাশের বিধান আছে। বিদ্যমান আইনে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে আর্থিক বা বাণিজ্যিক লেনদেন থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠান কর অবকাশের যোগ্য বিবেচিত হয়না। সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে internal transfer pricing এর মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধের উদ্দেশ্যে এ বিধানটি

করা হয়েছিল। কিন্তু উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। তাই সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাভাবিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। তবে কোন উদ্যোক্তা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে অস্বাভাবিক লেনদেনের আশ্রয় নিয়ে কর ফাঁকিতে সহায়তা করলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর অবকাশের অযোগ্য বিবেচনার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২৩। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে প্রত্যক্ষ কর বিশেষ করে আয়কর আহরণ একটি দুরূহ কাজ। আয়কর আইনের যথাযথ প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আয়কর বিভাগের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন অডিট ফার্ম, কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট ফার্ম, আইনজীবী ও প্রকৌশলী ফার্ম এবং সার্ভে এন্ড ভ্যালুয়েশন ফার্মের অভিজ্ঞতা ও পেশাগত জ্ঞান আয়কর বিভাগের কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদান করতে পারে। এসব পেশাজীবী সংগঠন ও ফার্মসমূহকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে out sourcing এর মাধ্যমে নিয়োগ করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২৪। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেনশন আয় করমুক্ত। কিন্তু অনিবাসীদের পেনশন আয় করমুক্ত নয়। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ১৮২ দিনের বেশী বিদেশে অবস্থান করলে ঐ ব্যক্তি অনিবাসী হিসেবে বিবেচিত হন। পেনশনভোগী ব্যক্তির বিদেশে অবস্থানের কারণে তার আয় করযোগ্য হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমি নিবাসী, অনিবাসী নির্বিশেষে পেনশনভোগী ব্যক্তিদের পেনশন আয় করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২৫। আইনগত সংস্কারের সাথে সাথে সরকার কর ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও কর বিভাগের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে Reforms in Revenue Adminstration (RIRA) এর মাধ্যমে আয়কর প্রশাসনে আধুনিকীকরণের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং Large Tax Payer Unit (LTU)

কে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। তাছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি Central Intelligence, Monitoring & Audit Cell গঠনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ Cell এর মাধ্যমে কর সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হবে এবং আয়কর, শুল্ক ও মূল্য সংযোজন করের মধ্যে কার্যকরভাবে তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি আশা করি এবারের প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়নের ফলে কর ভিত্তি সম্প্রসারিত হবে, কর বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং কর ফাঁকি বহুলাংশে হ্রাস পাবে যা রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

পরোক্ষ কর

আমদানি শুল্ক

জনাব স্পীকার,

২৬। চলতি ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের বাজেট ও বাজেট পরবর্তী সময়ে যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তাতে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণে সরকার ঘোষিত নীতির প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন চাল, ডাল, তৈলবীজ, ভোজ্যতেল ইত্যাদি ক্ষেত্রে শুল্ক করের হার চলতি অর্থবছরে ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়। কতিপয় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর আমদানি পর্যায়ে বিদ্যমান সর্বশেষ করভারের কয়েকটি আমি এখানে উল্লেখ করছি ঃ-

ক) আমাদের খাদ্য সামগ্রীর তালিকায় অন্যান্য খাদ্য শস্যের তুলনায় চাল এর চাহিদা সর্বাধিক। বিগত সরকারের সময় চালের উপর আরোপিত মোট করভার ছিল ৪৩%। বর্তমান সরকার তা হ্রাস করে সর্বশেষ ৭.৫% এ নির্ধারণ করেছে।

খ) দেশের জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্যতম খাদ্য হচ্ছে ডাল। পণ্যটির উপর বিগত সরকারের সময়ে মোট করভার ছিল ১৩%। আমরা তা কমিয়ে ৭.৫% এ নির্ধারণ করেছি।

গ) জনসাধারণের ভোজ্য তেলের চাহিদার সিংহভাগ পূরণ হয় সয়াবিন ও পাম তেলের দ্বারা। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ক্রুড সয়াবিন ও ক্রুড পাম তেলের মোট করভার ছিল ৪০.২৫%। বর্তমান জোট সরকার উক্ত করভার হ্রাস করে মাত্র ২৩.৬৩% এ নির্ধারণ করেছে। একইসাথে বাজারে ভোজ্য

তেলের মূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ কল্পে আমদানিকৃত সকল তৈল বীজ (সরিষা বীজ, সূর্যমুখী তৈল বীজ ও rape seed) এর উপর থেকে অগ্রিম আয়কর ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত বীজ সমূহের উপর পূর্ববর্তী সময়ে মোট ১৩% শুল্ক-কর আরোপিত ছিল। উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে চলতি বছর ইতোমধ্যেই ২৪৬ কোটি টাকার তৈল বীজ আমদানি হয়েছে। উক্ত বীজ থেকে একদিকে যেমন ভোজ্য তেল উৎপাদিত হচ্ছে, অন্যদিকে পাওয়া যাচ্ছে অয়েল কেক যা পোল্ট্রী, মৎস্য ও গো-খাদ্যের সাথে যোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

ঘ) সরকারের গৃহীত এ সকল ব্যবস্থার পরও বাজারে ভোজ্য তেলের মূল্যের উর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকার প্রেক্ষিতে কম মূল্যে ভোজ্য তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পরিশোধিত সয়াবিন তেলের করভারও ৬৬.১৩% থেকে হ্রাস করে ২৩.৬৩% এ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঙ) গৃহীত উপরোক্ত ব্যবস্থাদির সাথে সংগতি রেখে দুটো নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছি ঃ

(১) যেহেতু পরিশোধিত সয়াবিন ও পরিশোধিত পাম অয়েলের ক্ষেত্রে পূর্বে একই শুল্ক-হার আরোপিত ছিল, সে কারণে উভয় পণ্যের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণার্থে পরিশোধিত পাম অয়েলের শুল্ক-হার হ্রাস করে মোট করভার একই হারে অর্থাৎ ২৩.৬৩% এ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। আশা করা যায় এর ফলে বাজারে ভোজ্য তেলের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের চাহিদা অনুযায়ী তা যোগান দেয়া সম্ভব হবে।

(২) গম এর উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর ও অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ প্রত্যাহার করে চাল এর ন্যায় মোট করভার ৭.৫% এ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২৭। বিগত সরকারের সময় আমদানি পর্যায়ে কাস্টমস্ ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, অগ্রিম আয়কর (AIT), অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC), লাইসেন্স-ফি ইত্যাদি আরোপিত ছিল। চলতি বাজেটে আমরা আমদানি পর্যায়ে সকল পণ্যের উপর ২.৫% হারে আরোপিত লাইসেন্স ফি সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছি। এ বাবদ সরকারের ৩১০ কোটি টাকারও বেশী রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে। উক্ত বাজেটে আমি ঘোষণা

করেছিলাম যে, এ সংস্কারের ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। সে আলোকে সকল পণ্যের উপর আমদানি স্তরে বিদ্যমান AIT ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের লক্ষ্যে এ বাজেটে ১৭৫টি পণ্যের উপর থেকে AIT সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

২৮। দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবকাঠামোগত উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। এ খাতে উন্নয়ন দ্রুত সম্পাদন করতে হচ্ছে বলে দেশীয় সম্পদের উপর প্রকট চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে উন্নয়ন বাজেটে অবকাঠামোগত ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিবেচনায় বিদ্যমান IDSC মাত্র অর্ধ শতাংশ (০.৫%) বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২৯। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণাকালে আমি বলেছিলাম যে, ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি শুল্কহার তিনটি স্তরে অর্থাৎ ১০%, ২০% ও ৩০% হারে নির্ধারণের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এতে সর্বনিম্ন শুল্কহার ১০% এ ধার্যের পাশাপাশি সর্বোচ্চ শুল্কহার ৩০% নির্ধারণ করা হবে। প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিদ্যমান সর্বনিম্ন শুল্কহার ৭.৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১০% এ নির্ধারণ করা গেলে সরকার প্রায় ২৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব পেত। এক্ষেত্রে রাজস্ব বৃদ্ধির বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব না দিয়ে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ এর কথা বিবেচনা করে এ বছরও আমি সর্বনিম্ন শুল্কহার ৭.৫% এ বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

শুধু তাই নয়, কৃষি, মৎস্য, পোলট্রি, ডেইরী, জীবনরক্ষাকারী কিছু ঔষধ ও যন্ত্রপাতিসহ অনুরূপ পণ্যের বিদ্যমান শূন্য শুল্কহার অব্যাহত রাখা এবং মধ্যবর্তী কাঁচামাল ও Semi finished goods এর শুল্কহারও বৃদ্ধি না করে বিদ্যমান হারেই তা বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

বিগত বাজেটে সর্বোচ্চ আমদানি শুল্কহার ৩২.৫% থেকে হ্রাস করে ৩০% এ নির্ধারণের যে ঘোষণা আমি দিয়েছিলাম সে অনুসারে এ বাজেটে সর্বোচ্চ শুল্ক হার ৩০% নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এর ফলে রাজস্ব ক্ষতি হবে প্রায় ২১০ কোটি টাকা। World Trade Organization এর বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য উদারীকরণের যে নীতি বর্তমানে অনুসৃত হচ্ছে সে আলোকে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো ইতোমধ্যে আমদানি পর্যায়ে সর্বোচ্চ শুল্কহার হ্রাস করে ২৫% এ নির্ধারণ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে আমাদেরকেও সর্বোচ্চ শুল্কহার আরো হ্রাস করতে হবে।

জনাব স্পীকার,

৩০। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিগত সরকার এর সময়ে শত শত পণ্য সামগ্রীর উপর বিদ্যমান ৩১টি সম্পূরক শুল্কহারকে (২.৫% থেকে শুরু করে ২৭০% পর্যন্ত) পুনর্বিন্যাস করে চলতি অর্থ বছরে আমরা মাত্র ৫টি (১০%, ২০%, ৩০%, ৫০% ও ৬০%) স্তরে বিন্যস্ত করেছিলাম। এই সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ ও অপ্রয়োজনীয় এবং তুলনামূলকভাবে বিলাসবহুল পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করতে বিদ্যমান স্তরগুলোকে পুনর্বিন্যাস করে ১৫%, ২৫%, ৪০%, ৫০% ও ৭৫% এ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

৩১। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ণের পর কিছু কিছু পণ্যের বিদ্যমান শুল্কহার পূনঃনির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় ঐসকল পণ্যের শুল্ক কর হ্রাস এবং কোন কোন ক্ষেত্রে regulatory duty আরোপ করে তা যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছিল। কিছু প্রয়োজনীয় adjustment সহ সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে এ বাজেটেও বিদ্যমান করভার অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট-'খ'**)।

জনাব স্পীকার,

৩২। বর্তমান সরকার কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং কৃষি তথা মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি, ডেইরী, হর্টিকালচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে আসছে। কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ পাম্প, সার, পোল্ট্রি যন্ত্রপাতি সহ বেশ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে শুণ্য শুল্ক হার বিদ্যমান। তবে মাছের পোনা, Breeding animal, Poultry Parent stock, বীজ ও কোন কোন সার আমদানির ক্ষেত্রে AIT ও IDSC মিলিয়ে ৬.৫% কর আরোপিত আছে। কৃষি সংশ্লিষ্ট এ সকল খাতকে উৎসাহিত করতে বিদ্যমান শূন্য শুল্ক-হার অব্যাহত রাখার পাশাপাশি AIT ও IDSC সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। ফলে কৃষি সংশ্লিষ্ট এসকল খাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

জনাব স্পীকার,

৩৩। বিশুদ্ধ পানি সু-স্বাস্থ্যের অন্যতম মৌলিক উপাদান। তাই Industrial Water Treatment Plant এর ন্যায় Water Filter (Domestic Type) এর

শুল্কহার ২২.৫% হতে কমিয়ে ৭.৫% এ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এতে স্বল্প খরচে বিশুদ্ধ পানির চাহিদা আংশিক পূরণ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩৪। বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের Pump এর উপর ০%, ৭.৫%, ১৫% ও ২২.৫% হারে আমদানি শুল্ক বিদ্যমান। বিভিন্ন শুল্ক-হার বিদ্যমান থাকায় আমদানি পর্যায়ে মিথ্যা ঘোষণার আশ্রয় নিয়ে রাজস্ব ফাঁকির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিষয়টি বিবেচনায় এনে কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতিরেকে (সেচ পাম্প ও হ্যান্ড পাম্প ব্যতীত) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে Pump এর শুল্কহার ৭.৫% এ নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো। সেচ পাম্প এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান শূন্য শুল্কহার অব্যাহত থাকবে।

জনাব স্পীকার,

৩৫। দেশীয় শিল্পের কাঁচামালের শুল্ককর মোটামুটিভাবে যৌক্তিকহারে নির্ধারিত আছে। শিল্পে ব্যবহৃত কিছু কিছু মৌলিক কাঁচামাল যেমন- Linseed oil, Tung oil, Dolomite, Blended Powder/Flux, Grinding ball ও চশমার ফ্রেম তৈরীর উপকরণ Nickel coated copper wire এর বিদ্যমান শুল্কহার আরো কিছুটা হ্রাস করলে তা উক্ত শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে বলে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণ জানিয়েছেন। এ বিবেচনায় পণ্যগুলোর উপর বিদ্যমান আমদানি শুল্কহার আরো একধাপ হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। শিল্পের কাঁচামাল Aluminium or iron base cap for filament lamp এর উপর বর্তমানে ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট শিল্পের স্বার্থে আমি উক্ত সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট-'গ'**)।

৩৬। বাংলাদেশে বর্তমানে উন্নত মানের Copper wire ও Aluminium wire উৎপাদন হচ্ছে। একইভাবে Glass bottle ও jar এর স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ দেশের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষণ পেলে এ শিল্পের আরও প্রসার ঘটবে। এ বিবেচনায় বর্ণিত পণ্যগুলোর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক একধাপ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলো (**পরিশিষ্ট-'গ'**)।

জনাব স্পীকার,

৩৭। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য হিসেবে চিনির যেমন ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে অন্যদিকে খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ শিল্পেও পণ্যটির যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। ৩২.৫% আমদানি

শুল্কসহ বর্তমানে চিনি আমদানির উপর মোট করভার ৮৯.৩৫%। এত উচ্চ হারে শুল্ক আরোপের পরও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত চিনি আমদানিকৃত চিনির সাথে প্রতিযোগিতায় বাজার হারাচ্ছে। সে কারণে দেশীয় চিনি শিল্পকে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্পুরক শুল্ক হার ২০% এর পরিবর্তে ৪০% এ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। ফলে এক্ষেত্রে আমদানিকৃত চিনির উপর মোট করভার দাঁড়াবে ১১৪.৩০%।

৩৮। দেশে আর্ন্তজাতিক মান সম্পন্ন পার্টিক্যাল বোর্ড, প্লাইউড ও Carpet তৈরী এবং Refrigerator ও Colour Television সংযোজন হচ্ছে। পণ্যগুলোর আমদানি নিরুৎসাহিত করতে ও দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষনের জন্য এক্ষেত্রে ১৫% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। একইসাথে Glass Sheet এর উপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহার ৩০% থেকে বৃদ্ধি করে ৪০% এবং Glass mirror এর ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে ৪০% সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট-‘গ’)।

জনাব স্পীকার,

৩৯। দেশের গুটি কয়েক শহরে এপর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হলেও অধিকাংশ শহর এবং গ্রামে এখনও গ্যাস সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। এলপি গ্যাস সরবরাহের উপকরণ সমূহ ব্যয় বহুল হওয়ার কারণে দেশব্যাপী এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে এলপি গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না বলে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এ বিবেচনায় গ্যাস সিলিন্ডার এবং সিলিন্ডার তৈরীতে ব্যবহার্য রেগুলেটর, ভাল্ব ও হোস পাইপ এর উপর আমদানি পর্যায়ে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। সেইসাথে গ্যাস সিলিন্ডারে ব্যবহার্য হোস পাইপের আমদানি শুল্ক ৩২.৫% হতে হ্রাস করে ১৫% এ নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো। আশা করা যায় এর ফলে এলপি গ্যাস এর মূল্য সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে। একই সাথে জ্বালানী তেলের বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ৩০% ও ২০% হতে হ্রাস করে যথাক্রমে ২৫% ও ১৫% এ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। উপরন্তু এ বাজেটে সর্বোচ্চ আমদানি শুল্কহার ২.৫% হ্রাস করার ফলে এখাতে মোট করভার প্রায় ১১ শতাংশ কমে আসবে।

৪০। আধুনিক নগর জীবনে দ্রুত চলাচলের জন্য Taxi Cab এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। Taxi Cab হিসেবে রি-কন্ডিশন্ড গাড়ী আমদানির ক্ষেত্রে প্রদত্ত শুল্ক সুবিধা বিগত সরকারের সময়ে প্রত্যাহার করা হয়। ফলে শুধুমাত্র নতুন গাড়ী Taxi Cab হিসেবে শুল্ক সুবিধা পেয়ে আসছিল। নগর জীবনে Taxi Cab এর প্রচুর চাহিদা

থাকায় বিদ্যমান অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অনধিক ৩ বছর পর্যন্ত পুরাতন/রি-কন্ডিশন্ড গাড়ীকে Taxi Cab হিসেবে রেয়াতি শুল্ক হারে আমদানির সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি। তবে Taxi Cab এর ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক না থাকায় এর আমদানি শুল্ক-হার ৭.৫% হতে বৃদ্ধি করে ১৫% এ নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো। এ রেয়াতী শুল্ক-হার নতুন পুরাতন নির্বিশেষে শুধুমাত্র ১৩০০ সিসি এর উর্ধ্বের গাড়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, ১৩০০ সিসি বা এর নিম্নের গাড়ীর ক্ষেত্রে রেয়াতীহার প্রযোজ্য হবে না।

জনাব স্পীকার,

৪১। আমাদের দেশে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ, পেয়ারা প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তথাপি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের ফল আমদানি হয়ে আসছে। এ প্রেক্ষিতে আমদানিকৃত বিভিন্ন ফলের উপর আরোপিত ৩০% সম্পূরক শুল্ক ৪০% হারে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। অনুরূপভাবে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল শ্রেণীর মানুষের ব্যবহার্য মসলা যথা এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা ও গোলমরিচ এর উপর ২৫% হারে সম্পূরক শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করা হলো।

৪২। Refrigerator ও Air-conditioner এ ব্যবহার্য CFC-12 গ্যাস পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। পণ্যটির উপর মাত্র ১৫% হারে আমদানি শুল্ক বিদ্যমান। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উক্ত পণ্যের উপর নিম্নহারে শুল্ক-থাকা সংগত নয়। এই বিবেচনায় বিদ্যমান শুল্কহার ২২.৫% এ নির্ধারণের পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব HFC-134a গ্যাসের আমদানি শুল্ক ১৫% হতে কমিয়ে ৭.৫% এ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৪৩। চলতি বাজেটে মোবাইল টেলিফোনের উপর Specific duty আরোপ করা হয়েছিল। তবে মূল্য নির্বিশেষে একই হারে শুল্ক ধার্যের ফলে বেশী মূল্যের মোবাইল সেট এর ক্ষেত্রে কম শুল্ক প্রদান করতে হয়। এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ১০,০০০/- টাকা CIF মূল্য পর্যন্ত আমদানিকৃত মোবাইল সেটের জন্য ৩,০০০/- টাকা এবং তদুর্ধ CIF মূল্যে আমদানিকৃত মোবাইল সেটের ক্ষেত্রে ৪,০০০/- টাকা Specific duty আরোপের প্রস্তাব করছি।

৪৪। দেশে এখন অত্যন্ত সফলভাবে by-pass surgery সহ হৃদরোগের বিভিন্ন চিকিৎসা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। এ সকল রোগের চিকিৎসা ব্যয় আরো কিছুটা লাঘব করতে Angiographic cathetere wire, sheath, guide cathetere wire, Baloons, Stents এর উপর বিদ্যমান সকল শুল্ক কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছি। একইভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম যেমন Kidney Dialysis Machine, Oxygen Therapy/Oxygenator, Incubator, Invalid Chair, Watches For Blind, Artificial Joints, Hearing aids, Heart Valve, Pacemakers সহ অনুরূপ পণ্যের শুল্ক ও কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার মেডিকেল যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন শুল্ক হার ৭.৫% অব্যাহত থাকবে।

জনাব স্পীকার,

৪৫। অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে নতুন গাড়ী ক্রয়ের সুবিধার্থে চলতি অর্থ বছরে আমদানিকৃত নতুন গাড়ীর ক্ষেত্রে মোট করভার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা হয়েছিল। এ বাজেটে সর্বোচ্চ শুল্কহার ২.৫% হ্রাস এবং সম্পূরক শুল্কহার পুনর্বিন্যাস করায় বিভিন্ন ধরণের মোটর গাড়ীর উপর নিম্নোক্তহারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি ঃ

মোটর গাড়ীর বিবরণ	প্রস্তাবিত সম্পূরক শুল্কহার
(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬৪৯ সিসি পর্যন্ত	১৫%
(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬৫০ সিসি হতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত	৪০%
(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৩০০০ সিসি এর উর্ধ্বে	৭৫%

জনাব স্পীকার,

৪৬। বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে বিগত অর্থ বছর বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, যার ইতিবাচক প্রভাবে শিল্প খাতটি ক্রমান্বয়ে প্রতিযোগী হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে সরকারের সহায়ক ভূমিকা অব্যাহত রাখতে এ বছর আরও বেশকিছু টেক্সটাইল শিল্পের কাঁচামাল এবং Finishing উপকরণের শুল্কহার হ্রাসের প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট-'গ')। এতে রাজস্ব আয় কমে গেলেও সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণ

এসুযোগের সদ্ব্যবহার করে বস্ত্র শিল্পখাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায় ।

জনাব স্পীকার,

৪৭। দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধার অপব্যবহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধকল্পে বিগত বাজেটে আমি কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেছিলাম। সরকার কর্তৃক গঠিত রাজস্ব সংস্কার কমিশনও তাঁদের দাখিলকৃত অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদনে এ প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করেছে ঃ-

> ".. The best way to secure the revenue is to obtain a bank guarantee ensuring realization of import taxes. Many countries do it. The same may be introduced. Under this scheme all bonders other than garments exporters will furnish an unconditional bank guarantee covering the duty and taxes of the entire quantity of the goods each time duty free clearance is effected. ... "

বিগত বাজেটে উপস্থাপিত প্রস্তাবনা এবং রাজস্ব সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে এ বিষয়ে ইতোমধ্যে বেশকিছু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এখন আমি এ বিষয়ে আগামী অর্থ বছরে গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি ঃ-

ক) দেশে রপ্তানিমূখী শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনকারী আমদানি-বিকল্প অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশীয় এসব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয় এরূপ কাঁচামাল বন্ডে খালাস না দেয়ার নীতি যথাসম্ভব অনুসরণ করা যেতে পারে;

খ) রপ্তানি পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু শিল্পখাতের মধ্যেই বন্ড সুবিধা সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে;

গ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য বন্ডে আমদানি করে খোলাবাজারে বিক্রয় রোধকল্পে বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতা (Entitlement) নির্দিষ্ট করে দেয়া যেতে পারে;

ঘ) শুল্ক-কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল বন্ডেড ওয়্যারহাউসে রাখার সময়সীমা যৌক্তিকীকরণ করা যেতে পারে;

ঙ) এ লক্ষ্য সমূহকে সামনে রেখে কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ১৩ এবং ৯৮ ধারা তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

চ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক (deemed-exporters) হিসেবে বিবেচিত যেসব শিল্পখাতে রাজস্ব ফাঁকির প্রবণতা রয়েছে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমমূল্যমানের ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের বিধান সাম্প্রতিক সময়ে করা হয়েছে। এ পদ্ধতি আগামী ১লা জুলাই, ২০০৩ খ্রীঃ তারিখ হতে কার্যকর হওয়ার কথা। সংশ্লিষ্ট প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকদের অনেক উদ্যোক্তা বিশ্ব জুড়ে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণ উল্লেখ করে আরোপিত ঐ ব্যবস্থা শীথিল করার আবেদন জানিয়েছেন। সার্বিক বিবেচনায় রাজস্ব সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে ঐসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমমূল্যের পরিবর্তে এবাজেটে ২৫% (এক চতুর্থাংশ) অর্থমূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টি আমদানি পর্যায়ে দাখিলের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৪৮। আমাদের শিল্পোদ্যোক্তারা প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রায়শই শুল্ক কর সংশ্লিষ্ট অনেক সুযোগ সুবিধা দাবী করে থাকেন। এমনকি স্থানীয় বাজারে প্রতিযোগী (Competing Goods) পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে ট্যারিফ দেয়াল (Tariff wall) প্রয়োগের জন্যও সরকারের কাছে আবেদন করেন। এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহ সহ বিশ্বের বহু দেশের শিল্পোদ্যোক্তারা Anti-dumping Duty (AD) বা Countervailing Duty (CVD) আরোপের বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত এ ধরণের কোন বিদেশী পণ্যের ক্ষেত্রে AD বা CVD আরোপ করেনি। আমাদের শিল্পোদ্যোক্তাদের তাই যুক্তিসংগত ক্ষেত্রে ট্যারিফ কমিশনের মাধ্যমে AD বা CVD আরোপে প্রচেষ্টা নিতে হবে। আমি আশা করব আমাদের দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পেদ্যোক্তগণ এখন থেকে এ কৌশল অবলম্বন করে দেশজ শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হবেন।

জনাব স্পীকার,

৪৯। বিদ্যমান কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর কতিপয় বিধান অধিকতর স্বচ্ছ ও যুগোপযোগীকরণ এবং শুল্ক প্রশাসনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে উক্ত এ্যাক্ট এর কতিপয় ধারা সংশোধন/সংযোজন/বিলোপ করার প্রস্তাব করছি।

৫০। Privileged Person এর সংজ্ঞা, আওতা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে Privileged Persons (Baggage) Rules, 1985 বাতিলপূর্বক তার মৌল উদ্দেশ্যকে অক্ষুন্ন রেখে যুগোপযোগী একটি নতুন Privileged Persons (Customs Procedures) Rules, 2003 প্রণয়নের প্রস্তাব করছি। একইসাথে বিদেশ প্রত্যাগত সম্মানিত যাত্রী-সাধারণ যাতে করে বিমান বন্দরের শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা আরও দ্রুত, সহজ ও স্বচ্ছন্দ উপায়ে সম্পন্ন করতে পারেন সে লক্ষ্যে যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০০০ -এ প্রয়োজনীয় কিছু সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করা হলো।

জনাব স্পীকার,

৫১। তথ্য-প্রযুক্তি (IT) ব্যবহারের মাধ্যমে শুল্ক প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধিসহ আমদানি ও রপ্তানি পণ্যচালানের শুল্কায়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Customs Administration Modernization (CAM-1) প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ASYCUDA++ (Automated System for Customs Data) পদ্ধতি ঢাকা ও চট্টগ্রাম শুল্ক ভবন এবং আইসিডি, কমলাপুরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম শুল্ক ভবন এবং আইসিডি, কমলাপুরে DTI (Direct Traders Input) পদ্ধতি সীমিত পরিসরে চালু করা হয়েছে। ASYCUDA++ পদ্ধতিতে "Close Loop" ও DTI প্রবর্তনের ফলে দ্রুততার সাথে পণ্যচালান শুল্কায়ন ও খালাস প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে, যা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে মনে করি।

জনাব স্পীকার,

৫২। চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের মাধ্যমে শুল্ক-কর খাতে দেশের সিংহভাগ রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে। তাই এ শুল্ক ভবন থেকে বিপুল অংকের রাজস্ব আহরণে আমাদের আরো

যত্নবান হতে হবে। এ লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের প্রশাসনকে বিভাজন করে ২টি পৃথক কাস্টম হাউস করার প্রস্তাব করছি। এ খাতে প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জামাদির সংস্থান করার প্রস্তাব করছি।

৫৩। বর্তমানে স্থল পথে ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সোনা মসজিদ, হিলি, বুড়িমারী, তামাবিল ও টেকনাফ শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকায় এবং পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক কাঠামোর অভাবে একদিকে যেমন আমদানি পণ্যের শুল্কায়ন কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি সরকারও যথাযথ রাজস্ব পাচ্ছে না। এ অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্ণিত স্টেশন সমূহকে সার্কেল অফিস থেকে বিভাগীয় অফিসে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে ঢাকা শুল্ক ভবন, আই.সি.ডি (কমলাপুর), বেনাপোল শুল্ক ভবন ও সিলেট কমিশনারেটের শুল্ক বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক

জনাব স্পীকার,

৫৪। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ ও উন্নয়ন কার্য্যক্রমে দেশজ সম্পদের যোগান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৯১ সালেই বিএনপি সরকার দেশে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করেছিলো। সরকার এ ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত ও সুষমকরণের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরের বাজেটে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে কৃষিতে ব্যবহৃত ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, মৎস্য চাষে ব্যবহৃত এ্যারেটর, মৎস্য ও গবাদি পশুর খাদ্যে ব্যবহৃত ফুল ফ্যাট সয়াবিন, সেচে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, দেশে উৎপাদিত আখের গুড় ও চিনি এবং ভূমি উন্নয়ন ও জমি বিক্রির ক্ষেত্রে আরোপিত মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দেয়া হয়। এ ছাড়াও দেশে উৎপাদন কার্য্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মাত্র ৮টি পণ্য (সিগারেট, প্রাকৃতিক গ্যাস, প্রসাধন সামগ্রী, মার্বেল স্লাব, টাইলস্, সিরামিক, বাথরুম ফিটিংস ও গুঁড়ো দুধ) ব্যতীত সকল পণ্যের উপর স্থানীয় পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করা হয়। আগামী অর্থ বছরের বাজেটেও একই ধারার অনুসরণে এখন আমি মহান জাতীয় সংসদে মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করছি।

জনাব স্পীকার,

৫৫। আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কৃষিখাত বরাবরই গুরুত্ব পেয়ে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি কৃষির উন্নয়ন ও এর যথাযথ বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। এ লক্ষ্য সামনে রেখে বর্তমান সরকার কৃষি ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সহায়তা করে চলেছে।

৫৬। দেশে উৎপাদিত এবং প্যাকেটকৃত চাল, ডাল, গম, ভূট্টা, রসুন, পেয়াজ, মরিচ, আদা, ধনে, শাক-সব্জি, কাঁচামাছ ও মাংসের উপর আরোপিত মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান এ খাতের বিকাশ লাভে সহায়ক হবে। তাই এ খাতে স্থানীয় পর্যায়ে আরোপিত মূল্য সংযোজন কর বা মূসক সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৫৭। কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের সহায়তা আরো বৃদ্ধিকল্পে বর্তমানে জমিতে সার হিসাবে ব্যবহৃত জিপসাম ডাই হাইড্রেট ও ইঁদুর নিধনের ঔষধের উপর আরোপিত মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

৫৮। আমদানিকৃত বাল্ক গ্যাসের ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি বিদ্যমান থাকায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এলপি গ্যাস সিলিন্ডারজাতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাল্ক ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরোপিত মূসক অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি। এর ফলে বিরাজিত বৈষম্য দূর হবে।

৫৯। দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশে ট্রাভেল এজেন্সীগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ খাতে দ্রুত প্রসার লাভে সহায়তা ও বৈদেশিক মুদ্রার আহরণ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রাভেল এজেন্সীগুলোর উপর বর্তমানে আরোপিত মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৬০। পত্রিকায় প্রকাশিত সকল প্রকার বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে মূসক আরোপিত আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয় (জন্মদিন, চেহলাম, টিউটর চাই ও হারানো বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি)। এ শ্রেণীর বিজ্ঞাপনদাতাদের (অধিকাংশ ক্ষেত্রে

সাধারণ মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রী) অসুবিধা বিবেচনা করে এ জাতীয় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপনের উপর আরোপিত মূসক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

৬১। বর্তমানে সবধরনের শ্যাম্পু ও Skin Cream এর উৎপাদন পর্যায়ে ২০% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত থাকায় আমদানিকৃত এসব পণ্যের (Finished) সাথে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত শ্যাম্পু ও Skin Cream এর উপর উৎপাদন পর্যায়ে আরোপিত ২০% সম্পূরক শুল্ক হার হ্রাস করে ১০% করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৬২। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন ও সিটি কর্পোরেশনের বাইরের সকল এলাকার জন্য ইতোপূর্বে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ন্যূনতম ৪২০০ টাকা ও ৩০০০ টাকা মূল্য সংযোজন কর নির্ধারণ করা হয়। সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরের বাইরে অন্যান্য এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এ হার হ্রাস করে ন্যূনতম ২০০০ টাকা করার প্রস্তাব করছি। তবে আমদানিকারক, ডিলার, কমিশন এজেন্ট, রড ও সিমেন্টসহ বড় ব্যবসায়ীগণের ক্ষেত্রে এলাকা নির্বিশেষে তাদের প্রকৃত বিক্রির ভিত্তিতে মূসক প্রদান অব্যাহত থাকবে।

৬৩। দেশীয় আসবাবপত্র শিল্পের উৎপাদন পর্যায়ে নীট ৪.৫% মূসক হার বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু শো-রুম বা বিপনন পর্যায়েও আসবাবপত্রের উপর নীট ৪.৫% মূসক হার বিদ্যমান থাকায় তা হ্রাস করে নীট ১.৫% হারে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এর ফলে দেশীয় আসবাবপত্র শিল্পের বিকাশ লাভে সহায়ক হবে। একই সাথে তৈরী পোশাক বিক্রয় কেন্দ্র এর ক্ষেত্রে বর্তমানের নীট ২.২৫% হার হ্রাস করে নীট ১.৫% হারে মূল্য সংযোজন কর আরোপের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৬৪। দীর্ঘদিন যাবৎ মেট্রোপলিটন এলাকা ও জেলা শহরের ডেকোরেটরস, ক্যাটারার্স এবং মিষ্টান্ন ভান্ডার খাতে মূল্য সংযোজন কর আরোপিত আছে। কিন্তু এর বাইরে অন্যান্য এলাকায় এখাতগুলো মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত। এক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এ অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

৬৫। টেইলারিং খাতের মূসক অব্যাহতি আংশিক প্রত্যাহার করে শুধুমাত্র শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত টেইলারিং সপ থেকে মুসক আদায়ের প্রস্তাব করছি। এছাড়া মুদ্রা বিনিময় (Money Exchange) ব্যবসার প্রসার ও ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৬৬। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় কিছু সংখ্যক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ কুটির শিল্প সুবিধার আওতায় মূসক অব্যাহতি ভোগ করে আসছে। অন্যদিকে একই খাতের কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান মূসক প্রদান করছে বিধায় অসম প্রতিযোগিতার সম্মূখীন হচ্ছে। এ অসম প্রতিযোগিতা নিরসনের উদ্দেশ্যে ঔষধ, বিস্কুট, লজেন্স, কাপড় কাঁচার সাবান ও মিনারেল ওয়াটারের ক্ষেত্রে কুটির শিল্প সুবিধা তুলে দেবার প্রস্তাব করছি।

৬৭। বর্তমানে ইজারাদার ও যোগানদারের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আরোপিত আছে। একইভাবে বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও দ্রব্য সামগ্রী নিলামে বিক্রির ক্ষেত্রে "নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা" এর উপর মূসক আরোপ যৌক্তিক বলে মনে করি। তাই নিলাম মূল্যের ওপর নীট ১.৫% হারে উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায়ের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৬৮। কোমল পানীয়, সাবান, ডিটারজেন্ট ও মিনারেল ওয়াটার ইত্যাদি খাত থেকে স্থানীয় পর্যায়ে উলেখযোগ্য পরিমাণ মূসক আহরিত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের বিপুল অংকের কর ফাঁকি দেয়ার কারনে যথাযথ পরিমাণ মূসক আদায় হচ্ছে না। অন্যদিকে এক্ষেত্রে সঠিকভাবে কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অসম প্রতিযোগিতা এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মূখীন হচ্ছে। তাই সৎ ও নিষ্ঠাবান করদাতাদের উৎসাহিত করা, এক্ষেত্রে কর ফাঁকিরোধ ও অসম প্রতিযোগিতা দূর করার লক্ষ্যে উৎপাদন পর্যায়ে কোমল পানীয়, সাবান, ডিটারজেন্ট ও মিনারেল ওয়াটার ইত্যাদির উপর ২০০৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে মূসক স্ট্যাম্প পদ্ধতি প্রয়োগের প্রস্তাব করছি।

৬৯। হাতে তৈরী সিগারেট বা বিড়ি অভ্যন্তরীণ রাজস্বের একটি উলেখযোগ্য খাত। কিন্তু বিড়ি এখনো আবগারী পদ্ধতির আওতায় রয়েছে। এ খাত থেকে রাজস্ব আদায় সুসংহত করার উদ্দেশ্যে বিড়িকে মূসক ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রস্তাব করছি। তবে পূর্বের ন্যায় ব্যান্ডরোল পদ্ধতি ও ২৫ শলাকার প্রতি প্যাকেট বিড়িতে বিদ্যমান করভার অপরিবর্তিত থাকবে।

৭০। সাম্প্রতিককালে বিবাহ, বৌভাত, গায়ে হলুদ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানের নামে সম্পদের ব্যাপক অপচয় লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে Guest Control Order, 1984 বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এর যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় সরকার বিপুল অংকের রাজস্ব হারাচ্ছে। সম্পদের অপচয় রোধ ও যথাযথ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে Guest Control Order, 1984 এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব করছি। সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

জনাব স্পীকার,

৭১। বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তি ইত্যাদির কারণে ক্রমাগতভাবে আমাদেরকে আমদানি পর্যায়ে আমদানি শুল্কসহ অন্যান্য কর হার হ্রাস করতে হচ্ছে। ফলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে সম্ভবনাময় খাত হিসাবে মূল্য সংযোজন করের গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ খাতের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সারাদেশে মূসক ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অপর্যাপ্ত সাংগঠনিক কাঠামো দ্বারা এ বিশাল রাজস্ব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে অধিকাংশ জেলা শহরে মূল্য সংযোজন করের বিভাগীয় দপ্তর, এমনকি কোন কোন জেলা শহরে সার্কেল সুপারিনটেনডেন্টের দপ্তরও নেই।

৭২। এ অবস্থায় রাজস্ব প্রশাসনকে যুগোপযোগী করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর বিভাগের সম্প্রসারণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ লক্ষ্যে ঢাকায় নতুন ২টি ও চট্টগ্রামে নতুন একটি মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেট, সারাদেশে প্রাথমিকভাবে ১৬টি নতুন মূল্য সংযোজন কর বিভাগীয় দপ্তর ও ৫২টি নতুন সার্কেল অফিস স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় জনবল ও লজিস্টিকস বৃদ্ধি এবং নতুন এ প্রশাসনিক অবকাঠামো জানুয়ারী ২০০৪ থেকে কার্যকর করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৭৩। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা একটি হিসাব ও নিরীক্ষা ভিত্তিক স্বচ্ছ কর ব্যবস্থা। এর কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বর্তমানে মহাপরিচালক, পরিদর্শন পরিদপ্তর এর নাম পরিবর্তনপূর্বক "মহাপরিচালক, মূসক অডিট, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর" করার এবং এ দপ্তরের কার্যক্রম জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৭৪। ব্যবসা ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের আবেদন করার পর মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন সনদপত্র প্রদানের সময়সীমা সুনির্দিষ্ট না থাকায় কোন কোন ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছে। তাই দ্রুততম সময়ে নিবন্ধন সনদপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে সর্বাধিক দুই কার্য দিবসের মধ্যে তা প্রদান এবং পরবর্তীতে তদন্তসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব করছি। এছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত রেজিস্টার ও দলিলাদি কম্পিউটারাইজড (Computerized) করার উদ্দেশ্যে মূসক বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব করছি।

৭৫। উপর্যুক্ত প্রস্তাবসমূহ ছাড়াও রাজস্ব প্রশাসনকে গতিশীল ও সুসংহতকরণ এবং মূসক আইন ও বিধিমালাকে সহজীকরণপূর্বক রাজস্ব আদায় পদ্ধতিকে আরো সহজতর করার উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

আমি এখন অন্যান্য কর ও ফি সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব রাখছিঃ

৭৬। **ভ্রমণ করঃ** প্রত্যক্ষ করের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে আদায় হচ্ছে ভ্রমণ কর থেকে। আকাশ পথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিমান সংস্থা কর্তৃক যাত্রীদের কাছ থেকে টিকিট বিক্রিকালে এই টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে নির্দিষ্ট সময়ে জমা দেবার বিধান থাকলেও কোন কোন বিমান সংস্থা নানা অজুহাতে আদায়কৃত ভ্রমণ কর দীর্ঘ সময় ধরে জমা প্রদান করছে না।

ভ্রমণ কর জমা দানের ক্ষেত্রে অনুসৃত অনিয়মাবলীর অবসান কল্পে এবং আদায় কৃত ভ্রমণ কর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে । তবে এক্ষেত্রে বিদ্যমান কর অপরিবর্তিত থাকবে।

৭৭। **টেলিভিশন ফি ঃ** টেলিভিশনের উপর প্রতি বছর লাইসেন্স ফি প্রদানের বিধান থাকলেও টেলিভিশনের মালিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ফি বছর ভিত্তিক প্রদান করেন না। কখনো কখনো হয়তো একবারই ফি প্রদান করে থাকেন। ফলে সরকার তার প্রাপ্য রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে বিদ্যমান ফি এর হারে কোন পরিবর্তন না এনে রাজস্ব আদায় পরিস্থিতির উন্নয়নে নিম্নরূপ পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি ঃ

ক) টেলিভিশন ক্রেতাগণকে টেলিভিশন ক্রয়কালে ক্রয় মূল্যের সাথে নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রথম তিন বছরের জন্য লাইসেন্স ফি এক সাথে প্রদান করে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে যাতে প্রতি বছর এ ধরনের ফি প্রদানের ঝামেলা থেকে তারা পরিত্রাণ পেতে পারেন।

খ) তাছাড়া দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমাজের কথা বিবেচনায় রেখে সকল প্রকার রেডিওর উপর থেকে আরোপীত লাইসেন্স ফি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি যে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৭৮। **মোটরযান রেজিষ্ট্রেশন ফি ঃ** সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ভার নির্বাহের জন্য বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের উপর থেকে মোটরযান কর ও ফি আদায় করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন ফি অন্যতম। কিন্তু এই ফি যথাযথভাবে আদায় না হবার কারণে সরকারকে এ খাত হতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব হারাতে হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আইনে পরিবর্তন সাধন করে সকল প্রকার মোটর সাইকেল, থ্রী-হুইলার এবং মোটরগাড়ির আমদানি পর্যায়ে রেজিষ্ট্রেশন ফি আদায়ের পদ্ধতি প্রণয়নের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৭৯। আমি এতক্ষণ ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের প্রধান কর প্রস্তাবসমূহ বর্ণনা করেছি। এখন আমি এ প্রস্তাবসমূহের রাজস্ব তাৎপর্য সংক্ষেপে তুলে ধরছি। ২০০২-

২০০৩ অর্থ বছরে আয়কর, ভ্যাট, আমদানী শুল্ক ও অন্যান্য কর খাতে রাজস্ব আদায়ের মোট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৩,৭৫০ কোটি টাকা। আগামী অর্থ বছরে (২০০৩-২০০৪) এ চারটি খাতে রাজস্ব আদায়ের মোট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৭,৭৫০ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রার উপর আগামী অর্থ বছরের এই লক্ষ্য মাত্রার প্রবৃদ্ধির হার ১৬.৮৪ শতাংশ। **পরিশিষ্ট - 'ঘ'** তে এর বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৮০। আমাদের নেতা স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদেরকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাত কে আরো শক্তিশালী করতে হবে। বিগত এক বছরের বেশী সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এ জোট সরকারের সিংহভাগ সময়ই কেটেছে অতীত সরকারের রেখে যাওয়া বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন প্রয়াসে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে পরিচালিত জোট সরকার দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার সুফল এরই মধ্যে জনগণ পেতে শুরু করেছেন। আমাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো সর্বস্তরের বিবেকবান মানুষ ও জাতির কাছে উচ্ছসিতভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মাত্র কিছুকাল আগে সমাপ্ত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের কো-চেয়ারম্যান ও বিশ্ব ব্যাংকের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিয়েকো নিশিমিজু বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় সংস্কার পদক্ষেপ বাস্তবায়নে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকারের ভূয়শী প্রশংসা করে উচ্ছসিত কণ্ঠে বলেছেন– **"প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখন নীরব বিপ্লব চলছে।"** তাঁর এ মন্তব্য আমাদের জন্যে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমাদের সার্বিক কর্মকান্ডকে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে যাত্রা পথ খুব সুগম কিংবা অনায়াসলব্ধ নয়। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের সমাহার, তার যথোপযুক্ত বন্টন, এবং সদ্ব্যবহার করা না গেলে উন্নয়নের গতিধারা বাঁধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, ফলে ইপ্সিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছুতে পারবো না। বিশেষ করে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনে আরো সংস্কারধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

জনাব স্পীকার,

৮১। চলতি অর্থ বছরের বাজেট উত্থাপন কালে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছিলাম। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিলাম। আজও আমি আমার সেই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলতে চাই যে বর্তমান এই সংঘাতময় বিশ্বে একটি সফল জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুচিন্তিত কর্মপন্থা বেছে নিতে হবে। উন্নয়ন কর্মসূচী যা দেশ ও জনগণের কল্যাণে গ্রহণ করা হবে তা বাস্তবায়নে দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে তা অর্জনের প্রচেষ্টা নিতে হবে। আমাদের মূল লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বঞ্চিত মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা। সেই সাথে দেশের আপামর জনসাধারণের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরনের লক্ষ্যে আমাদেরকে নিরন্তর নিবেদিত চিত্তে কাজ করে যেতে হবে। আমাদের ব্যস্ত জীবনে ত্যাগের মনোভাবকে লালন করতে হবে এবং এই বোধে উজ্জীবিত হলে ক্ষুদ্র স্বার্থ আমাদেরকে প্রভাবিত করতে পারবে না। দেশ ও দেশের জনগণের স্বার্থই তখন প্রাধান্য পাবে আমাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টায়। আসুন তাই জাতি হিসেবে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাই। আমরা যে সব উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছি এবং সেগুলো বাস্তবায়নে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছি, আসুন ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে, আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, দেশ গড়ায় ব্রতী হই। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকল প্রচেষ্টায় সহায় হোন।

আল্লাহ্ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

পরিশিষ্ট-'ক'

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের কর হার

ক্রম নং	প্রস্তাবিত স্তর	প্রস্তাবিত হার
(ক)	প্রথম ৯০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ)	পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(গ)	পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
(ঘ)	পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
(ঙ)	অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

** সর্বনিম্ন প্রদেয় আয়কর ১,২০০/- টাকা অপরিবর্তিত থাকবে।*

পরিশিষ্ট - 'খ'

১লা জুলাই, ২০০২ থেকে এ যাবত আমদানি পর্যায়ে গৃহীত শুল্ক-করাদির পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত-সার ঃ

ক্রম নং.	পণ্যের বিবরণ	শুল্ক-হার		সম্পূরক শুল্ক		নিয়ন্ত্রক শুল্ক (RD)	IDSC
		বাজেট	বিদ্যমান	বাজেট	বিদ্যমান		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
০১.	ক্রুড সয়াবিন অয়েল	২২.৫%	৭.৫%				০%
০২.	ক্রুড পাম অয়েল	২২.৫%	৭.৫%				০%
০৩.	১০ থেকে ১৫ সিটিং ক্যাপাসিটি সম্পন্ন মোটর গাড়ী	৩২.৫%	২২.৫%				
০৪.	মিনিবাস	৩২.৫%	২২.৫%				
০৫.	বিযুক্ত যাত্রীবাহী গাড়ী	১৫%	৭.৫%				
০৬.	বাস	১৫%	৭.৫%				
০৭.	সিকেডি অবস্থায় আমদানিকৃত রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার	২২.৫%	১৫%				
০৮.	পারফোরেটেড স্টেইনলেস স্টীলস্ট্রীপ	৩২.৫%	১৫%				
০৯.	ইলেক্ট্রিক জেনারেটিং সেট	৭.৫%	০%				
১০.	গ্রানাইট, ট্রাভারটাইন, এ্যালাবাস্টার ও মার্বেল পাথর			০%	২০%		
১১.	ফ্লোরোসেন্ট, হট ক্যাথড (টিউব লাইট)			৫০%	৩০%		
১২.	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৩৫০ সিসি হইতে ১৬৪৯ সিসি পর্যন্ত পুরাতন/রিকন্ডিশন্ড মটরগাড়ী			০%	১০%		
১৩.	দারুচিনি			৫০%	০%		
১৪.	লবঙ্গ			৩০%	০%		
১৫.	এলাচ			৫০%	০%		
১৬.	জিরা			৫০%	০%		
১৭.	হলুদ			১০%	০%		
১৮.	কাঠ অথবা অন্যান্য লিগনিয়াস (Ligneous) উপকরনজাত ফাইবার বোর্ড			০%	১০%		
১৯.	ইমারী ক্লথ			০%	২০%		
২০.	Desogestrel ethinyloestradiol and lynestrenal (জন্ম নিয়ন্ত্রন বড়ির কাঁচামাল)	৭.৫%	০%				

ক্রম নং.	পণ্যের বিবরণ	শুল্ক-হার		সম্পূরক শুল্ক		নিয়ন্ত্রক শুল্ক (RD)	IDSC
		বাজেট	বিদ্যমান	বাজেট	বিদ্যমান		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২১.	সরিষা বীজ, সূর্যমুখী বীজ, Rape or colza seeds	৭.৫%	০%				০%
২২.	পলিপ্রোপাইলিন	২২.৫%	১৫%				
২৩.	পরিশোধিত সয়াবিন তেল	৩২.৫%	৭.৫%				০%
২৪.	চাল	২২.৫%	৭.৫%				০%
২৫.	পরিশোধিত সূর্যমুখী তেল	৩২.৫%	৭.৫%				০%
২৬.	পরিশোধিত কর্ণ অয়েল	৩২.৫%	৭.৫%				০%
২৭.	লুবরিকেটিং অয়েল						০%
২৮.	প্রোপেন, বিউটেন						০%
২৯.	মুসুর ডাল						০%
৩০.	ভূট্টা						০%
৩১.	বিভিন্ন ধরণের ডাইস (ফিনিশিং এজেন্ট)						০%
৩২.	Dobbies, jacquards and Shuttles (টেক্সটাইল যন্ত্রাংশ)						০%
৩৩.	পলিয়েস্টার ইয়ার্ণ					৫%	
৩৪.	বিভিন্ন ধরণের বিস্কুট, ওয়াফেলস্ এবং ওয়াফারস					৩০%	
৩৫.	সোপ নুডলস					৫%	
৩৬.	সূতী - শার্ট, টি-শার্ট, ট্রাউজার, বেড লিনেন					৩০%	
৩৭.	সি.আই শীট					১০%	
৩৮.	কার্বন রড					১০%	
৩৯.	অযান্ত্রিক বাই সাইকেল					৩০%	
৪০.	বিভিন্ন ধরণের খেলনা ও পুতুল					৩০%	
৪১.	সম্পূর্ণ তৈরী রঙ্গিন ও সাদাকালো টেলিভিশন					১০%	
৪২.	জিংক কেলট					৭.৫%	
৪৩.	প্রি-ফেবরিকেটেড বিল্ডিং					৭.৫%	
৪৪.	শিল্পজাত Slag Sand					১৫%	
৪৫.	ফ্লাই এ্যাশ					৭.৫%	

পরিশিষ্ট -'গ'

২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের
আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত-সারঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি শুল্কহার		সম্পূরক শুল্কহার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি(+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১.	রুই, কাতল, মৃগেল, পাংগাস, কার্প ও সমজাতীয় মাছ			২০%	৪০%	০.৬০	
২.	গুড়া দুধঃ খুচরা প্যাকিং			২০%	২৫%	১.৪৩	
৩.	গুড়া দুধঃ বাল্ক প্যাকিং			১০%	১৫%	১৯.১১	
৪.	মাখন ও মাখন জাতীয় পণ্য			২০%	২৫%	০.৭৭	
৫.	পনির ও পনির জাতীয় পণ্য			২০%	২৫%	০.০৩	
৬.	তাজা খেজুর (মোড়ক অথবা টিনজাত নহে)			৩০%	৪০%	৪.৯০	
৭.	তাজা বা শুকনা আম, কমলালেবু, লেবু জাতীয় ফল, আঙ্গুর, আপেলসহ অন্যান্য ফল (মোড়ক বা টিনজাত নহে)			৩০%	৪০%	৭.৯৪	
৮.	দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, জিরা, গোলমরিজ			০%	২৫%	৪৫.৬১	
৯.	শোধিত পাম অয়েল	৩২.৫%	৭.৫%	-	-		০.০২
১০.	রিফাইন্ড নারিকেল তৈল ও ইহার অংশ বিশেষ, অন্যান্য			২০%	২৫%	১.২৫	
১১.	লিনসীড অয়েল ও টাং অয়েল	৩২.৫%	২২.৫%	-	-		০.০৩
১২.	চিনি (র-সুগার)			২০%	৪০%	২৩০.৮৩	
১৩.	কাঁচা চিনি (র-সুগার) (Containing added flavouring or colouring mater and other)	২২.৫%	৩০%	০%	৪০%	০.৪৫	
১৪.	গ্লুকোজ ও গ্লুকোজ সিরাপ			১০%	১৫%	০.১৩	
১৫.	সকল প্রকার চকলেট ও ক্যান্ডি			৩০%	৪০%	৩.২৫	
১৬.	টাপিওকা সাগু	২২.৫%	১৫%	-	-		০.৭২
১৭.	বিস্কুট, ওয়াফেলস ও ওয়াফার			৩০%	৭৫%	২.৩২	
১৮.	জ্যাম, জেলি, মারমালেডস, কমলার রস, আপেলের রস ও অনুরূপ পণ্য			২০%	৪০%	০.৮০	
১৯.	সয়া সস, টমেটো কেচাপ এবং অনুরূপ পণ্য			২০%	৪০%	১.৭৫	
২০.	এ্যালকোহল মিশ্রিত খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতের কাঁচামাল			৩৫০%	২৫০%		২.৩১

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি শুল্কহার		সম্পূরক শুল্কহার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি(+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২১.	কোমল পানীয়			৩০%	৪০%	০.৫৩	
২২.	নন-এ্যালকোহলিক বিয়ার			৬০%	৭৫%	০.০০	
২৩.	বিয়ার			২৫০%	১৫০%		১.৮৫
২৪.	হুইস্কি, রাম, জিন, ভদকা, মদ ও অন্যান্য সকল মদ জাতীয় পণ্য			৩৫০%	২৫০%		০.১৪
২৫.	সিগার, চুরুট বা সিগারিল্লো			৩০%	৭৫%	০০	
২৬.	লবণ			৬০%	৭৫%	৩.৫৬	
২৭.	অন্যান্য লবন			৩০%	৪০%	০.০০	
২৮.	ডলোমাইট, কেলসিন বা সিন্টার্ড নয়	২২.৫%	১৫%	-	-		০.২২
২৯.	পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট			৩০%	৪০%	২.০৩	
৩০.	বাল্ক আমদানীকৃত গ্রে-পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট			২০%	২৫%	০.১৪	
৩১.	গ্র্যানুলেটেড স্লাগ ও অন্যান্য স্লাগ	০%	১৫%	-	-	৩.৩০	
৩২.	ফ্লাই এ্যাশ	৭.৫%	১৫%			০.১৩	
৩৩.	শোধিত আলকাতরা			১০%	১৫%	০.০০	
৩৪.	জেট ফুয়েল ও অন্যান্য হালকা তৈল			২০%	১৫%		১০.৯৫
৩৫.	ন্যাপথা			২০%	১৫%		০.০০
৩৬.	জেট ফুয়েল			৩০%	২৫%		২.৭৩
৩৭.	কেরোসিন			২০%	১৫%		২৮.৮৮
৩৮.	সকল প্রকার ডিজেল তৈল, ফার্নেস অয়েল			২০%	১৫%		১২০.১৩
৩৯.	আংশিক পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, গ্রীজ, ট্রান্সফরমার অয়েল ও হেভী নরমাল প্যারাফিন ব্যতীত অন্যান্য তৈল			২০%	১৫%		০.২৯
৪০.	সালফিউরিক এসিড, ওলিয়াম			২০%	২৫%	০.১০	
৪১.	রেসিস্ট সল্ট	১৫%	৭.৫%				০.০৬
৪২.	আইসোপ্রোফাইল এ্যালকোহল	০%	৭.৫%			০.৮৫	
৪৩.	এসিটিক এসিড	৩২.৫%	২২.৫%	-	-		০.২৩
৪৪.	সোপ নুডুলস্			০%	১৫%	৮.৫২	
৪৫.	ডিওপি			১০%	১৫%	০.০৮	
৪৬.	মিক্সার অব অডরিফেরাস সাবসটেন্স ফর বেভারেজ	৭.৫%	১৫%	-	-	৫.৮৫	
৪৭.	বেভারেজ কনসেনট্রেট	২২.৫%	১৫%	-	-		২.৩১
৪৮.	ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পেট্রোলিয়াম বিটুমিন	৭.৫%	১৫%			২.৯১	
৪৯.	সোডিয়াম ক্লোরেট	২২.৫%	১৫%				০.০২
৫০.	সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়াম ডাইথায়োনেট, জিঙ্ক সালফোক্সিলেট, সোডিয়াম বাই কার্বোনেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, ফরমিক এসিড	১৫%	৭.৫%				২.৭৫
৫১.	সোডিয়াম এসিটেট, সাইট্রিক এসিড, বেটা কারনেট	১৫%	৭.৫%				০.২৩

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি শুল্কহার		সম্পূরক শুল্কহার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি(+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৫২.	অন্যান্য পেইন্টস, ভার্ণিশ এবং লেকার			০%	২৫%	১.০২	
৫৩.	টেক্সটাইল ও চামড়া পরিস্কারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের পরিস্কারক	১৫%	৭.৫%				০.৩৮
৫৪.	বিষ্ফোরক পাউডার, তৈরী বিষ্ফোরক, আতশবাজি সিগনালিং ফ্লেয়ার, রেইন রকেট, ফগ সিগনাল এবং অন্যান্য পাইরোটেকনিক পণ্য			০%	২৫%	০.৫০	
৫৫.	দিয়াশলাই			০%	১৫%	০.০০	
৫৬.	কৃষিতে ব্যবহার্য ফাংগিসাইড	১৫%	৭.৫%	-	-		২.৪৩
৫৭.	ব্লেন্ডেড পাউডার/ফ্লাক্স	২২.৫%	১৫%	-	-		০.৭৮
৫৮.	সিলিকন ইন প্রাইমারী ফর্ম, কার্বোক্সিমিথাইল, সোডিয়াম এ্যালজিনেট	১৫%	৭.৫%				১.০৪
৫৯.	হোস পাইপ	৩২.৫%	১৫%				০.০৪
৬০.	সেলফ এডহেসিভ প্লেট, শীট, ফিল্ম, ফয়েল, টেপ, স্ট্রীপ			১০%	১৫%	০.৯৩	
৬১.	ইথাইলিন পলিমার, পলিভিনাইল বিউটাইল ও অন্যান্য প্লাস্টিকের তৈরী প্লেট, শীট, ফিল্ম, ফয়েল, স্ট্রীপ (নন-সেলুলার, রিইনফোর্সড নহে, ল্যামিনেটেড, সাপোর্টেড)			১০% ২০%	১৫%	০.৮০	
৬২.	বাথটাব, শাওয়ার বাথ, ওয়াশ বেসিন, বিডে, ল্যাভেটরী প্যান, সীট ও কভার, ফ্লাশিং সিস্টার্নস এবং অনুরূপ স্যানিটারী ওয়্যারস, প্লাস্টিকের টেবিলওয়্যার বা কিচেনওয়্যার ও অন্যান্য			১০%	২৫%	১.৬৮	
৬৩.	সার্জিক্যাল গ্লোবস	১৫%	৭.৫%	-	-		০.২২
৬৪.	লিনেয়ার এলকিল বেনজিন	১৫%	৭.৫%	-	-		০.০১
৬৫.	পার্টিকেল বোর্ড, ফাইবার বোর্ড, প্লাইউড ৪৪.১০; ৪৪.১২; ৪৪.১৮ (সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড)			০%	১৫%	২.৯১	
৬৬.	ফাইবার বোর্ড ৪৪.১১ (সকল এইচ,এস,কোড)			১০%	১৫%	০.৮৫	
৬৭.	উল (wool)	১৫%	৭.৫%				০.০১
৬৮.	পলিয়েস্টার ইয়ার্ন	২২.৫%	৩০%			১.৩৯	
৬৯.	পলিয়েস্টার ইয়ার্ন: partially oriented	৭.৫%	১৫%			১.১৩	
৭০.	সকল ধরনের কার্পেট ও ফ্লোর কভারিং ম্যাট			০%	১৫%	০.৯৮	
৭১.	সূতী, টি-সার্ট, ট্রাউজার, বিব এবং ব্রেস, ওভারঅল, সর্ট, সার্ট, বেডলিলেন			০%	৪০%	১.৮৬	

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি শুল্কহার		সম্পূরক শুল্কহার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি(+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৭২.	রাবার, প্লাস্টিক, চামড়া বা কম্পোজিশন চামড়ার আউটার সোল ও চামড়ার আপারসহ অন্যান্য খেলাধুলার ফুটওয়্যার (বিভিন্ন ধরণের জুতা)			০%	১৫%	০.৮৮	
৭৩.	অন্যান্য ফুটওয়্যার			০%	২৫%	৫.৭৪	
৭৪.	গ্রানাইট, ট্রাভারটাইন এ্যালবাস্টার ও মার্বেল পাথর হেডিং ৬৮.০২ (সংশ্লিষ্ট এইচ, এস, কোড)			২০%	৪০%	১.৩০	
৭৫.	ইমারী ক্লথ (সিরিশ কাপড়)			২০%	২৫%	০.৬৬	
৭৬.	উজ্বল/অনুজ্জ্বল সিরামিক প্রস্তর ফলক এবং উনানের প্রস্তর অথবা দেয়ালের টাইলস; অনুজ্জ্বল সিরামিক মোজাইক কিউব এবং সমজাতীয় পণ্য, কোন বস্তুর উপর স্থাপিত হউক বা না হউকঃ টাইল, কিউব এবং অনুরূপ পণ্য, আয়তাকার হউক বা না হউক, (যাহার তলের ক্ষেত্রফল অনুর্ধ্ব ৪৯ বর্গ সেঃমিঃ) ও অন্যান্য			৩০%	৪০%	৪.৫৫	
৭৭.	ওয়্যারড এন্ড নন ওয়্যারড গ্লাস			৩০%	৪০%	০.৮২	
৭৮.	গ্লাস মিরর			০%	৪০%	৪.৪২	
৭৯.	এ্যাম্বার গ্লাস : বোতল ও জার	৭.৫%	১৫%			২.১৩	
৮০.	বিভিন্ন ধরণের গ্লাস ওয়্যার			৩০%	৪০%	২.৮৮	
৮১.	কাজ করা হয়নি এমন জেমস, পার্ল, ডায়মন্ড বা মূল্যবান পাথর	৭.৫%	০%				০০
৮২.	সেমি ফিনিস্‌ড বা ফিনিস্‌ড জেমস, পার্ল, ডায়মন্ড বা অন্যান্য মূল্যবান পাথর	২২.৫%	৭.৫%				০.০২
৮৩.	ফিনিস্‌ড জেমস, পার্ল, ডায়মন্ড বা অন্যান্য মূল্যবান পাথর	৩২.৫%	৭.৫%				০০
৮৪.	সি.আই শীট	২২.৫%	৩০%			০০	
৮৫.	প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং তৈরীর কাঁচামাল ফ্লাট রোলড প্রোডাক্টস	১৫%	৭.৫%				০.০৫
৮৬.	বিভিন্ন ধরণের পাইপ ও শ্যাপ্ট, সার্কুলার ক্রস সেকশন			১০%	১৫%	০.৫০	
৮৭.	জোড়ানোর মাধ্যমে তৈরী বিভিন্ন ধরণের পাইপ ও শ্যাপ্ট ও সার্কুলার ক্রস সেকশন			৩০%	৪০%	৩.০১	
৮৮.	লৌহ অথবা নন-এ্যালয় স্টীলের তৈরী অন্যান্য ওয়েল্ডেড সার্কুলার ক্রস সেকশনঃ অন্যান্য, এ্যালয় স্টীলের তৈরী অন্যান্য ওয়েল্ডেড সার্কুলার ক্রস সেকশনঃ অন্যান্য			১০%	১৫%	০.০৩	

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি শুল্কহার		সম্পূরক শুল্কহার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি(+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৮৯.	বাই-সাইকেল/সাইকেল রিক্সার লিংক চেইন ও উহার যন্ত্রাংশ			২০%	২৫%	০.৪৬	
৯০.	এম. এস. নিপিল	৩২.৫%	১৫%	-	-		
৯১.	গ্যাস জ্বালানীর উপযোগী বা গ্যাস এবং অন্যান্য উভয় জ্বালানীর উপযোগী রান্নার তৈজসপত্র এবং প্লেট গরমকারক			২০%	২৫%	০.২২	
৯২.	স্টেইনলেস স্টীলের সিঙ্ক, ওয়াস বেসিন উহার যন্ত্রাংশ, ওয়াটার ট্যাপ এবং বাথরুমের অন্যান্য ফিটিংস ও ফিক্সার্স			৩০%	৪০%	০.৭৫	
৯৩.	গ্রাইনডিং বল্‌স ও অনুরূপ পণ্য {গ্রাঃ মিডিয়া বল}	২২.৫%	১৫%	-	-		০.২৬
৯৪.	কপার ওয়্যার	১৫%	২২.৫%			১.৮৬	
৯৫.	ক) নিকেল কোটেড কপার ওয়্যার (চশমা শিল্পের উপকরণ)	২২.৫%	১৫%				০.০১
	খ) Blanks and Demos of Plastic (চশমা শিল্পের উপকরণ)	১৫%	৭.৫%				০.০১
৯৬.	কপারের তৈরী সেনিটারী ওয়্যার ও উহার যন্ত্রাংশ			৩০%	৪০%	০.০৪	
৯৭.	এ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার	১৫%	২২.৫%	-	-	০.০৪	
৯৮.	জিঙ্ক ক্যালট	৭.৫%	১৫%	-	-	০.৭৫	
৯৯.	রেজর			০%	১৫%	১.২৫	
১০০.	বিভিন্ন ধরণের তালা (Padlocks)			০%	২৫%	১১.৪৫	
১০১.	আয়রন ও স্টীলের তৈরী ছিপি ও ঢাকনা	৩২.৫%	২২.৫%				০.১১
১০২.	হ্যান্ড পাম্প, গাড়ীর পাম্প ও সেচ পাম্প ব্যতীত সকল ধরণের পাম্প	১৫%	৭.৫%				০.৯৬
১০৩.	বিভিন্ন ধরণের ফ্যান এর যন্ত্রাংশ			২০%	২৫%	০.৯২	
১০৪.	সম্পূর্ণ তৈরী এয়ার কন্ডিশনার			৩০%	৪০%	৫.১৯	
	বিযুক্ত এয়ার কন্ডিশনার			২০%	২৫%	০.৩৯	
১০৫.	সম্পূর্ণ তৈরী বিভিন্ন ধরণের রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার			০%	১৫%	২৪.৮২	
১০৬.	গৃহে ও শিল্পে ব্যবহৃত ওয়াটার ফিল্টার	২২.৫%	৭.৫%				০.৬২
১০৭.	সুইং মেশিন টেবিল বেসেস এন্ড কভার্স এন্ড তদীয় অংশ/সুয়েটার লিংকিং মেশিন টেবিল টপ	১৫%	৭.৫%	-	-		০.০২
১০৮.	ট্যাপ, কক, ভাল্ব	৭.৫%	১৫%			০.৬০	
১০৯.	ড্রাইসেল ব্যাটারী ও লীড এসিড ব্যাটারী			৩০%	৪০%	১.০০	
১১০.	তৈরী টার্ণটেব্‌ল, রেকর্ড প্লেয়ার, ক্যাসেট প্লেয়ার ও অনুরূপ যন্ত্র			১০%	২৫% ১৫%	০.৪৫	
১১১.	পকেট সাইজ রেডিও ক্যাসেট প্লেয়ার (তৈরী)			০%	১৫%	০.০০	

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি শুল্কহার		সম্পূরক শুল্কহার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি(+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১১২.	বিভিন্ন ধরনের টু-ইন ওয়ান			০%	১৫%	১.৬৫	
১১৩.	রঙিন টেলিভিশন (সম্পূর্ণ তৈরী)	২২.৫%	৩০%	০%	১৫%	৫২.২৩	
	সাদাকালো টেলিভিশন	২২.৫%	৩০%	-	-	১.১৭	
১১৪.	সকল প্রকার মোবাইল সেট ঃ ক) CIF মূল্য ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত খ) CIF মূল্য ১০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে	Specific duty টাকা ২৫০০/- (প্রতি সেট)	৩০০০/- ৪০০০/-	-	-	১৩.০০	
১১৫.	আল্ট্রাভায়োলেট / ইনফ্রা-রেড ল্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য ফিলামেন্ট ল্যাম্পঃ ডিসচার্জ ল্যাম্প ও উহার যন্ত্রাংশ			২০%	২৫%	০.২৯	
১১৬.	আলট্রাভায়োলেট / ইনফ্রা-রেড ল্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য ফিলামেন্ট ল্যাম্পঃ ফ্লুরোসেন্ট, হট ক্যাথোড (টিউব লাইট)			৩০%	৪০%	২.০০	
১১৭.	এলুমিনিয়াম বেইস ক্যাপ ল্যাম্প	৩২.৫%	৩০%	২০%	০%		০.৯০
১১৮.	উইন্ডিং ওয়্যারঃ অন্যান্য			৩০%	৪০%	০.৫১	
১১৯.	দ্বি-অক্ষ বিশিষ্ট (co-oxial) তার এবং অন্যান্য দ্বি-অক্ষ বিশিষ্ট (co-oxial) বৈদ্যুতিক পরিবাহী			২০%	২৫%	০.৫৩	
১২০.	ল্যাম্প কার্বন, ব্যাটারী কার্বন, এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য পণ্য			০%	১৫%	০.১৪	
১২১.	অটো রিক্সা/থ্রি হুইলার ঃ						
	(ক) ইঞ্জিনসহ চার স্ট্রোক বিশিষ্ট অটো রিক্সা/থ্রি হুইলার			৩০%	৪০%	৫.০৭	
	(খ) সম্পূর্ণ তৈরী ইঞ্জিনসহ চার স্ট্রোক বিশিষ্ট সিএনজি চালিত অটো রিক্সা/থ্রি হুইলার	১৫%	২২.৫%	১০%	১৫%	৯.২৩	
	(গ) চার স্ট্রোক বিশিষ্ট অটো রিক্সা/থ্রি হুইলার এর ইঞ্জিনযুক্ত চেসিস			৩০%	৪০%	০.০৪	
১২২.	বিভিন্ন ধরনের মোটর গাড়ী (স্টেশন ওয়াগনসহ)ঃ						
	(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬৪৯ সিসি পর্যন্ত			০% (পুরাতন/ রকন্ডিশন গাড়ীর ক্ষেত্রে ১০%)	১৫%	৩৮.০০	
	(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬৫০ সিসি হইতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত			২০%	৪০%	২২.৪৩	
	(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৩০০০ সিসি এর উর্ধ্বে			৬০%	৭৫%	০.০০	
১২৩.	সিকেডি পিকআপ	২২.৫%	১৫%				০.৪৩

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি শুল্কহার		সম্পূরক শুল্কহার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি(+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১২৪.	দুই স্ট্রোক মোটর সাইকেল (সম্পূর্ণ তৈরী ও বিযুক্ত)			৩০%	৪০%	২১.৮৮	
১২৫.	চার স্ট্রোক মোটর সাইকেল (সম্পূর্ণ তৈরী ও বিযুক্ত)			০%	১৫%		
১২৬.	বাইসাইকেল ও অন্যান্য সাইকেল			০%	৪০%	১৬.৮৭	
১২৭.	কৃত্রিম অংগ ও এর অংশ	৭.৫%	০%				০.০০
১২৮.	রিভলবার, পিস্তল ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র (.২২ এবং ৭ মিঃ মিঃ বোরের রাইফেলসহ)			৬০%	৭৫%	০.০৮	
১২৯.	রিভলভার বা পিস্তলের যন্ত্রাংশ, আনুষঙ্গিক অংশ, শটগানের ব্যারেল ও অন্যান্য			২০%	২৫%	০.০০	
১৩০.	বোমা, গ্রেনেড, টর্পেডো, মাইন, মিসাইল ঃ রিভেটিং এর জন্য কার্তুজ ও সমজাতীয় পণ্য, কার্তুজ, শুটিং ক্রীড়ায় ব্যবহৃত গোলা বারুদ, অন্যান্য কার্তুজ এবং তার যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য			৬০%	৭৫%	০.০০	
১৩১.	তরবারী, ছোরা, সঙ্গিন, বর্শা এবং সমজাতীয় পণ্যঃ অন্যান্য			৬০%	৭৫%	০.০২	
১৩২.	আসবাবপত্র			০%	১৫%	০.৫৮	
১৩৩.	প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং	১৫%	৭.৫%				৫.৬৫
১৩৪.	বিভিন্ন ধরণের খেলনা			০%	৭৫%	১৬.১৫	
১৩৫.	Angiographic Catheters Wire, & Sheath, Guidy Catheters Wire, Baloons & Stents	৭.৫%	০%				০.০১
১৩৬.	বিভিন্ন ধরনের ডেন্টাল ফিটিংস্, কৃত্রিম অংগ ও জয়েন্টস্	৭.৫%	০%				০.০০
১৩৭.	ক) CFC-12	১৫%	২২.৫%			০.৮৮	
	খ) HFC-134a	১৫%	৭.৫%				
১৩৮.	এগ্রো প্রসেসিং শিল্পের কাঁচামাল - গাম বেইজ, স্ট্র, Shrink level, কনফেকশনারী রেপার ও প্লাস্টিক কাপ	৩২.৫%	২২.৫%				১.০২

পরিশিষ্ট -'ঘ'

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন খাত সমূহের ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের প্রাপ্তিখাত সমূহের বাজেট বরাদ্দ

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

ক্রম নং	রাজস্ব হিসাবের খাত সমূহ	২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের মূল বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের এপ্রিল, ২০০৩ পর্যন্ত আদায়	২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	আমদানি শুল্ক	৫৮৯০.০০	৫৮৯০.০০	৫৪৫৪.৭৫	৭৬২৮.০০
২।	মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	৪৩৭৫.০০	৪৩৭৫.০০	৩৩৫৭.৪৫	৪৬৮৫.০০
৩।	সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০	১০৫৮.৮৯	১৪৯২.০০
	আমদানি পর্যায়ে মোট	**১১৮১৫.০০**	**১১৮১৫.০০**	**৯৮৭১.০৯**	**১৩৮০৫.০০**
৪।	মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	৩৬৯৬.০০	৩৬৯৬.০০	২৭৯৬.১০	৪৪৩২.০০
৫।	সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	২৮২৫.০০	২৮২৫.০০	২৫২০.০৬	৩৪১০.০০
৬।	আবগারী শুল্ক	৩১০.০০	৩১০.০০	২৮৫.০০	৩৪৮.০০
	স্থানীয় পর্যায়ে মোট	**৬৮৩১.০০**	**৬৮৩১.০০**	**৫৬০১.১৬**	**৮১৯০.০০**
৭।	আয়কর	৪৭৮৮.০০	৪৭৮৮.০০	২৯৯০.৪৯	৫৩৬৫.০০
৮।	অন্যান্য কর ও শুল্ক	৩১৬.০০	৩১৬.০০	২০৩.৬৫	৩৯০.০০
	সর্বমোট	**২৩৭৫০.০০**	**২৩৭৫০.০০**	**১৮৬৬৬.৩৯**	**২৭৭৫০.০০**

*** ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা টাকা **২৭৭৫০.০০** কোটি, পূর্ববর্তী অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার (২৩,৭৫০.০০ কোটি টাকা) উপর এই লক্ষ্যমাত্রার প্রবৃদ্ধি হার **১৬.৮৪** ।*